যোব

শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত যোব

১একসময় উজ দেশে একজন লোক ছিলেন, তাঁর নাম যোব। লোকটি ছিলেন সৎ ও ন্যায়বান;
পরমেশ্বরকে ভয় করতেন ও অধর্ম থেকে দূরে থাকতেন। ২ তাঁর ঘরে সাত ছেলে ও তিন মেয়ের
জন্ম হয়েছিল। ৩ তাঁর ছিল সাত হাজার মেষ, তিন হাজার উট, পাঁচশ' জোড়া বলদ ও পাঁচশ'টা
গাধী; দাস-দাসীরাও অনেকে ছিল। প্রাচ্য দেশে তিনিই সকলের চেয়ে ঐশ্বর্যবান লোক ছিলেন।
৪ তাঁর ছেলেরা এক একজনের নির্দিষ্ট দিনে এক এক ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ঘটা করে
ভোজসভায় বসত, এবং লোক পাঠিয়ে তাদের তিন বোনকেও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে
নিমন্ত্রণ জানাত। ৫ ভোজসভার পালা একবার শেষ হলে যোব তাদের সকলকে আত্মশুদ্ধি-ক্রিয়া
পালনের জন্য নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠাতেন, এবং পরদিন সকালে উঠে তাদের সকলের সংখ্যা
অনুসারে আহুতিবলি উৎসর্গ করতেন। কেননা যোব ভাবতেন, 'কী জানি, আমার ছেলেরা পাপ
করে নিজেদের হৃদয়ে ঈশ্বর-নিন্দা করেছে কিনা!' আর প্রতিবার যোব ঠিক তাই করতেন।
৬ একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বর-সন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মধ্যে সেদিন
শয়তানও এসে উপস্থিত হল। ৭ তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছ?' শয়তান
উত্তরে প্রভুকে বলল, 'আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা থেকে ঘুরে এলাম।' ৮ প্রভু
শয়তানকে বললেন, 'তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ? পৃথিবীতে তার মত কেউই
নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে দূরে থাকে।' ৯ শয়তান
প্রভুকে উত্তর দিয়ে বলল, 'যোব বিনা স্বার্থেই কি পরমেশ্বরকে ভয় করে? ১০ তুমি তার চারদিকে,
তার বাড়ির চারদিকে ও তার সবকিছুর চারদিকে কি রক্ষণ-বেষ্টনী রাখনি? সে যা কিছুতে হাত
দিয়েছে, তা তুমি আশিসমণ্ডিতই করেছ, আর তার পশুপাল দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ১১ দেখ, হাত
বাড়িয়ে তার সেই সবকিছু একবার স্পর্শ কর, তবেই তুমি দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই
তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!' ১২ প্রভু শয়তানকে বললেন, 'আচ্ছা, তার সবকিছু এখন তোমারই
হাতে; তুমি শুধু তার উপরে হাত বাড়াবে না।' শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।
১৩ একদিন যোবের ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছে, ১৪ এমন সময়
একজন দূত যোবকে এসে বলল, 'বলদগুলো লাঙল টানছিল, এবং গাধীগুলো কাছাকাছি চরে
বেড়াচ্ছিল; ১৫ সেসময়ে শেবায়ীয়েরা সেগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো লুট করে নিল ও
রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই
রেহাই পেয়েছি।' ১৬ সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে বলল, 'আকাশ
থেকে দেবাগ্নি পড়ল; মেষপাল ও রাখালদের ধরে তাদের সকলকেই গ্রাস করল; এই যে আমি
আপনাকে খবর দিচ্ছি, কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' ১৭ সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে
আর একজন দূত এসে বলল, 'কাল্‌দীয়েরা তিন দল হয়ে উটপালের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো
কেড়ে নিল ও রাখালদের খড়্গের আঘাতে মেরে ফেলল; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি,
কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।' ১৮ সে তখনও কথা বলছে, এর মধ্যে আর একজন দূত এসে
বলল, 'আপনার ছেলেমেয়েরা বড় ভাইয়ের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করছিলেন; ১৯ হঠাৎ মরুপ্রান্তর
থেকে এক ঝড়ো বাতাস ছুটে এসে বাড়ির চার কোণে আঘাত হানতে লাগল; বাড়িটা
তরুণ-তরুণীদের উপরে ধসে পড়ল আর তাঁরা মারা পড়লেন; এই যে আমি আপনাকে খবর দিচ্ছি,
কেবল এই আমিই রেহাই পেয়েছি।'

২০ তখন যোব উঠে নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন ও মাথা মুড়িয়ে নিলেন; পরে মাটিতে লুটিয়ে
পড়ে প্রণিপাত করে ২১ বললেন,

আমি মাতৃগর্ভ থেকে উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে এসেছি,
উলঙ্গ হয়ে সেখানে ফিরে যাব।
প্রভু দিয়েছেন, প্রভু ফিরিয়ে নিয়েছেন।
ধন্য প্রভুর নাম!

২২ এইসব কিছুতে যোব পাপ করলেন না; পরমেশ্বরকে অবিবেচক বলে দোষারোপ করলেন না।
২আর একদিন প্রভুর সভায় যোগ দিতে ঈশ্বর-সন্তানেরা এসে উপস্থিত হলেন, প্রভুর সভায় যোগ
দিতে তাঁদের সঙ্গে শয়তানও এসে উপস্থিত হল। ২ তাই প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘তুমি কোথা
থেকে আসছ?’ শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, ‘আমি পৃথিবীতে এদিক ওদিক গিয়ে নানা জায়গা
থেকে ঘুরে এলাম।’ ৩ প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘তুমি কি আমার দাস যোবকে লক্ষ করে দেখেছ?
পৃথিবীতে তার মত কেউই নেই; লোকটি সৎ ও ন্যায়বান, পরমেশ্বরকে ভয় করে ও অধর্ম থেকে
দূরে থাকে। সে এখনও তার সততা রক্ষা করে চলছে; আর তাকে বিনাশ করতে তুমি আমাকে
বৃথাই প্ররোচিত করেছিলে।’ ৪ শয়তান উত্তরে প্রভুকে বলল, ‘চামড়ার বদলে চামড়া! নিজের
প্রাণের বদলে একজন নিজের সবকিছুও দেবে। ৫ দেখ, হাত বাড়িয়ে তার হাড়ে-মাংসে তাকে
একবার স্পর্শ কর, তবেই তুমি দেখবে, সে তোমার মুখের উপরেই তোমাকে কেমন ধন্য বলবে!’ ৬
প্রভু শয়তানকে বললেন, ‘আচ্ছা, সে এখন তোমারই হাতে; তুমি শুধু তার প্রাণ রেহাই দাও।’ ৭
শয়তান তখন প্রভুর কাছ থেকে বিদায় নিল।
সে যোবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সর্বাঙ্গে আঘাত করে বিষাক্ত ফোড়া ওঠাল; ৮
যোব একটা পাথরকুচি নিয়ে ফোড়াগুলো ঘসতে লাগলেন ও ছাইয়ের মধ্যে বসে রইলেন। ৯ তখন
তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, ‘তুমি কি এখনও তোমার সততা রক্ষা করে চলছ? ঈশ্বরকে ধন্য বলেই
মর!’ ১০ কিন্তু যোব তাঁকে বললেন, ‘তুমি নির্বোধ এক স্ত্রীলোকের মতই কথা বলছ! আমরা
পরমেশ্বরের হাত থেকে কি মঙ্গলই গ্রহণ করব, কিন্তু অমঙ্গল গ্রহণ করব না?’ এই সবকিছুতে যোব
নিজের মুখ দ্বারা পাপ করলেন না।
১১ যোবের উপর এই সমস্ত অমঙ্গল নেমে পড়েছিল, তা জানতে পেয়ে তাঁর তিনজন বন্ধু যে যাঁর
জায়গা থেকে রওনা হলেন। তেমান-নিবাসী এলিফাজ, সুয়া-নিবাসী বিল্‌দাদ ও নায়ামাথ-নিবাসী
জোফার, এই তিনজন একমত হয়ে স্থির করলেন, তাঁরা গিয়ে তাঁকে সহানুভূতি দেখাবেন ও সান্ত্বনা
দেবেন। ১২ দূর থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না; তাঁরা প্রত্যেকেই জোর
গলায় কাঁদতে লাগলেন, নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, মাথার উপরে ছাই ওড়ালেন; ১৩ পরে
সাত দিন সাত রাত তাঁর সঙ্গে মাটিতে বসে রইলেন; তাঁরা কেউই তাঁকে একটা কথাও বললেন
না, কারণ দেখতে পাচ্ছিলেন, সত্যিই তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণা গভীর।

জন্মদিনের উপর অভিশাপ

৩ শেষে যোব মুখ খুলে নিজের জন্মদিনকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। ২ যোব বলে উঠলেন:

৩ বিলুপ্ত হোক সেই দিন, যে দিনটিতে আমি জন্মেছিলাম,
সেই রাতও, যে রাতটি ঘোষণা করেছিল, ‘একটা ছেলে গর্ভে এসেছে!’
৪ সেই দিনটি অন্ধকার হোক,
ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর সেই দিনটির বিষয়ে আর চিন্তা না করুন,
কোন জ্যোতি তা কখনও উজ্জ্বল না করুক;

৫ অন্ধকার ও মৃত্যু-ছায়া তা নিজের বলে দাবি করুক,
তার উপরে মেঘমালা একটা আচ্ছাদন বিছিয়ে দিক,
সূর্যগ্রহণ তা ভয়ঙ্কর করুক।
৬ সেই রাত হোক তিমিরের শিকার,
বছরের দিনগুলির তালিকা থেকে বিচ্যুত হোক,
মাসের সংখ্যায় তালিকাভুক্ত না হোক।

৭ দেখ, সেই রাত বন্ধ্যাই হোক,
তার মধ্যে প্রবেশ না করুক কোন আনন্দগান।
৮ যারা লেভিয়াথানকে জাগাতে বিজ্ঞ, যারা দিনকে অভিশাপ দেয়,
তারা সেই রাতের উপর শাপ নিক্ষেপ করুক।
৯ তার সান্ধ্য তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হোক,
বৃথাই তা আলোর প্রতীক্ষায় থাকুক,
তা যেন না দেখতে পায় উষার চোখের পাতার উন্মীলন।
১০ কেননা তা আমার জন্য রুদ্ধ করেনি আমার মাতৃগর্ভের পথ,
আমার চোখের কাছ থেকেও দুঃখ গুপ্ত রাখেনি।

১১ হায় রে, গর্ভে থাকতেই আমার কেন হয়নি মরণ?
উদর থেকে বের হওয়ামাত্রই আমার কেন হয়নি বিনাশ?
১২ কেন হাঁটু দু'টো তখন আমাকে গ্রহণ করল?
কেনই বা তখন আমাকে দুধ দিতে দু'টো স্তন ছিল?
১৩ আহা, তবে আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে থাকতাম,
নিদ্রামগ্ন হয়ে আরামে থাকতাম;
১৪ থাকতাম সেই রাজাদের ও পৃথিবীর সেই সব মন্ত্রীর পাশে,
যাঁরা নিজেদের জন্য ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করেছেন;
১৫ বা সেই জনপ্রধানদের সঙ্গে, সোনা যাঁদের অধিকারে,
রুপোয় যাঁদের সমাধিমন্দির ভরা;
১৬ কিংবা সরিয়ে রাখা একটা অকালজাত শিশুর মত হতাম,
সেই শিশুদেরই মত, যারা কখনও পায়নি আলোর দর্শন।
১৭ সেখানে তো দুর্জনেরা কাউকে আর উৎপীড়ন করে না,
সেইখানে যে বিশ্রাম পায় পরিশ্রান্ত সকল।
১৮ হ্যাঁ, সেখানে বন্দিরা সবাই মিলে নিরাপদে থাকে,
তারা আর শোনে না নির্যাতকের চিৎকার।
১৯ ছোট বড় সবাই সেখানে একসঙ্গে থাকে,
দাসও তার মনিবের হাত থেকে মুক্ত।

২০ দুঃখই যার একমাত্র সম্পদ, কেন তাকে আলো দেখতে দেওয়া?
তিক্ততাই যার প্রাণে, কেনই বা তার কাছে জীবনদান?
২১ তারা তো মৃত্যুর প্রত্যাশায় থাকে, অথচ মৃত্যু আসেই না,
গুপ্তধনের চেয়েও তারা তার সন্ধানে থাকে;
২২ কবর দেখতে পেলেই তারা আনন্দিত,

সমাধিমন্দির একবার খুঁজে পেলেই তারা উল্লসিত।
২৩ কেন তাকেই আলো দেখতে দেওয়া,
পথ যার চোখে গুপ্ত, পরমেশ্বর যার চারদিকে দিলেন প্রাচীর?

২৪ হাহাকার আমার একমাত্র খাদ্য,
আমার গর্জনধ্বনি জলোচ্ছ্বাসের মত উৎসারিত;
২৫ যা ভয় করছি, তা-ই আমার প্রতি ঘটছে,
যাতে সন্ত্রাসিত, তা-ই আমার নাগাল পাচ্ছে।
২৬ আমার জন্য শান্তি নেই! নেই স্বস্তি, নেই আরাম;
কেবল মর্মজ্বালার আগমন!

ঈশ্বরে ভরসা

৪তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন:

২ তোমাকে একবার যাচাই করলে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়েছ!
অথচ কেইবা কথা বলা থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে?
৩ দেখ, তুমি অনেককে উদ্বুদ্ধ করেছ,
আবার দুর্বলের হাতে বল যুগিয়ে দিয়েছ।
৪ তোমার কথা ছিল পতনোন্মুখের নির্ভর,
আবার ভগ্ন হাঁটুতে তুমি বল সঞ্চার করেছ।
৫ এখন তোমার পালা এসেছে, আর সহ্য হয় না তোমার,
এই প্রথম স্পর্শে তুমি সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল!
৬ তোমার ধর্মভাব, তা কি আর তোমার আস্থা নয়?
তোমার সদাচরণ, তা কি আর তোমার আশা নয়?

৭ নির্দোষী হয়ে যার বিনাশ হয়েছে, এমন কার্ কথা তোমার মনে পড়ে?
কোথায়ই বা ঘটেছে ন্যায়নিষ্ঠদের উচ্ছেদ?
৮ আমি তো দেখেছি, যে কেউ অধর্ম চাষ করে,
যে কেউ অমঙ্গল-বীজ বোনে, সে ঠিক তাই কাটে।
৯ ঈশ্বরের একটা ফুৎকারে তাদের বিনাশ হয়,
তাঁর রোষের ফুৎকারে তাদের সংহার হয়।
১০ সিংহ গর্জন করুক, যতই ভয়ঙ্কর হোক তার হুঙ্কার,
কিন্তু যুবসিংহের দাঁতের মত সবই ভেঙে যায়।
১১ শিকারের অভাবে সিংহের মৃত্যু হল,
আর সিংহীর যত বাচ্চাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল।

১২ একটা গোপন কথা আমাকে জানানো হল,
মৃদু এক মর্মরধ্বনি আমার কানে এল।
১৩ রাত্রিকালে যখন দুঃস্বপ্ন মনকে দিশেহারা করে,
নিদ্রার ঘোর যখন মানুষকে আচ্ছন্ন করে,
১৪ এমন সময় সন্ত্রাস ও আতঙ্ক ধরে ফেলল আমায়,
কম্পান্বিত করে তুলল আমার সকল হাড়;

১৫ কার্ যেন শ্বাস আমার মুখ দিয়ে বয়ে গেল,
শিহরে উঠল দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে!
১৬ কে যেন একজন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল
—তার চেহারা চিনতে পারলাম না;
হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে এক ছায়ামূর্তি দাঁড়ানো;
আবার মৃদু এক মর্মরধ্বনি …, তারপর আমি এক কণ্ঠস্বর শুনলাম:
১৭ 'মরণশীল মানুষ কি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধর্মময় হতে পারে?
কিংবা তার নির্মাতার সাক্ষাতে মানুষ কি নিরপরাধী হতে পারে?
১৮ দেখ, নিজের দাসদের তিনি বিশ্বাস করেন না,
নিজের দূতদের মধ্যেও তিনি ত্রুটি পান;
১৯ তাহলে যারা সেই মাটির ঘরে বাস করে,
ধুলায় যার ভিত, কীট কামড়ালেই যার পতন,
তাদের কী দশা হবে?
২০ সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই চূর্ণ হয়ে
তারা চিরকালের মত বিলুপ্ত হয়—তাদের প্রতি আর কারও চিন্তা নেই!
২১ তাদের তাঁবুর গোঁজ কি উপড়ে ফেলা হয় না?
হ্যাঁ, তারা মরে, কিন্তু প্রজ্ঞা-বঞ্চিত হয়ে!'

৫ তবে ডাক দেখি! কেউ কি তোমাকে সাড়া দেবে?
পুণ্যজনদের মধ্যে কার্ শরণ তুমি নেবে?
২ কেননা ক্ষোভ মূর্খের মৃত্যু ঘটায়,
ঈর্ষা নির্বোধের বিনাশ ঘটায়।
৩ আমি দেখেছিলাম, মূর্খ মাটিতে নিজের শিকড় নামাল,
কিন্তু আমি তার আবাসের উপরে অকস্মাৎ অভিশাপ নামিয়ে আনলাম।
৪ তার সন্তানেরা সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত,
নগরদ্বারে তারা অত্যাচারিত—উদ্ধারকর্তা কেউ নেই।
৫ ক্ষুধিত মানুষ তার শস্য খেয়ে ফেলে,
কাঁটা-ঝোপের বেড়া ভেঙে তারা সেইসব কেড়ে নেয়;
লোভী যত মানুষ তার সম্পদ চুষে খায়।
৬ কারণ অমঙ্গল যে ধুলা থেকে উদ্গত হয়, তা কখনও হয় না,
দুর্দশাও মাটি থেকে গজে ওঠে না;
৭ মানুষই বরং তার নিজের দুর্দশার উদ্ভব ঘটায়,
ঠিক যেমন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বের দিকে উড়ে যায়।
৮ কিন্তু আমি, আমি তো সহায়ক বলে ঈশ্বরেরই অন্বেষণ করতাম,
পরমেশ্বরেরই হাতে আমার পক্ষসমর্থনের ভার তুলে দিতাম;
৯ তাঁরই হাতে, যিনি এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা গণনার অতীত,
যিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।
১০ তিনি তো পৃথিবীর উপর বৃষ্টি নামিয়ে আনেন,
মাঠের উপর জলবর্ষণ করেন।

১১ তিনি অবনমিতদের তুলে আনেন,
শোকার্তদের সমৃদ্ধিতে উন্নীত করেন;
১২ তিনি কুটিলদের ভাবনা ব্যর্থ করেন,
তাই তাদের হাত সেই মতলব সাধনে অক্ষম হয়ে পড়ে।
১৩ তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন,
বাঁকা-মনদের ষড়যন্ত্র বিফল করেন।
১৪ তাই তারা দিবালোকেও অন্ধকারের মুখে পড়ে,
মধ্যাহ্নে রাত্রিবেলার মত হাঁতড়ে বেড়ায়।
১৫ কিন্তু তিনি ওদের কবল থেকে অত্যাচারিতকে ত্রাণ করেন,
শক্তিশালীদের হাত থেকে নিঃস্বকে বাঁচান।
১৬ তখন দীনহীনের জন্য আশা ফুটে ওঠে,
অধর্ম নিজের মুখ বন্ধ করে।
১৭ আহা, সুখী সেই মানুষ, যাকে ঈশ্বর দ্বারাই ভর্ৎসনা করা হয়;
তাই তুমি সর্বশক্তিমানের শাসন অবজ্ঞা করো না;

১৮ কেননা তিনি ক্ষত করেন, আবার বেঁধে দেন;
তিনি আঘাত করেন, তাঁর হাত আবার নিরাময় করে।
১৯ তিনি ছ'টা সঙ্কট থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন,
সপ্তম সঙ্কটে কোন অমঙ্গল তোমাকে আর স্পর্শ করবে না;
২০ দুর্ভিক্ষের দিনে তিনি মৃত্যু থেকে তোমাকে রেহাই দেবেন,
যুদ্ধের দিনে খড়্গের আঘাত থেকে তোমাকে মুক্ত করবেন।
২১ জিহ্বার কশাঘাত থেকে তুমি আশ্রয় পাবে,
বিনাশের আগমনেও তুমি ভীত হবে না।
২২ বিনাশ ও দুর্ভিক্ষ হবে তোমার হাসির বিষয়,
বন্যজন্তুদেরও তুমি ভয় পাবে না;
২৩ হ্যাঁ, মাঠের পাথরের সঙ্গে তোমার সন্ধি হবে,
হিংস্র পশুরাও তোমার পাশে শান্তিতে থাকবে।
২৪ তুমি এতে নিশ্চিত হবে যে, তোমার তাঁবু বিপদমুক্ত,
পরিদর্শন করে তুমি দেখবে যে, তোমার মেষঘেরি নিরাপদ।
২৫ তুমি দেখতে পাবে, তোমার বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে,
তোমার সন্তানসন্ততিরা মাঠের ঘাসের মত বেড়ে উঠছে।
২৬ সময় হলে যেমন শস্যের আটি জমা হয়,
পূর্ণায়ু হলে তেমনি তোমাকে সমাধি দেওয়া হবে।

২৭ দেখ, আমরা এসব কিছু লক্ষ করেছি, আর আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা-ই।
তেমন কথা শোন; নিজেই সুবিবেচক হয়ে উঠবে।

কেবল কষ্টভোগীই জানে নিজের কষ্ট

৬ তখন যোব উত্তরে বললেন:

২ হায়, যদি মাপা যেতে পারত আমার দুঃখের ভার,
তুলাদণ্ডেই যদি তুলে দেওয়া হত আমার যত ব্যথা,

৩ তবে তা নিশ্চয় সমুদ্রের বালুকার চেয়েও ভারী হত!
এজন্যই আমার কথা এখন অসংলগ্ন,
৪ কারণ সর্বশক্তিমানের তীরগুলো আমাতে বিদ্ধ,
ফলে আমার আত্মা পান করছে সেগুলোর বিষ,
আমার বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিভীষিকা শ্রেণীবদ্ধ।

৫ বন্য গাধা ঘাস পেলে কি কখনও চিৎকার করে?
জাব সামনে থাকলে বলদ কি কখনও ডাকে?
৬ স্বাদ নেই এমন খাদ্য কি কখনও লবণ ছাড়া খাওয়া যায়?
ডিমের শ্বেতাংশের কি কিছু স্বাদ আছে?
৭ আমার মুখ যা স্পর্শ করতে রাজি নয়,
তা-ই এখন আমার বিতৃষ্ণাজনক খাদ্য।

৮ আহা, আমার যাচ্‌নায় যদি সাড়া দেওয়া হত!
আমার প্রত্যাশা যদি ঈশ্বর পূরণ করতেন!
৯ আহা, প্রীত হয়ে ঈশ্বর যদি আমায় চূর্ণ করতেন,
হাত বাড়িয়ে যদি আমাকে উচ্ছেদ করতেন!
১০ তবে আমি কিছুটা সান্ত্বনা পেতাম,
নির্মম যন্ত্রণায়ও আমি উল্লাস করতাম,
কারণ সেই পবিত্রজনের কোনও বাণী আমি অস্বীকার করিনি।

১১ কিন্তু আমার বল কী যে, আমি প্রতীক্ষা করে যাব?
আমার পরিণাম কী যে, আমার আয়ু প্রসারিত করব?
১২ আমার বল কি কঠিন পাথরের বল?
আমার দেহমাংস কি ব্রঞ্জের তৈরী?
১৩ যা দ্বারা নিজেকে সাহায্য করব, এমন কিছু নেই কি আমার?
সমস্ত সহায়তা থেকে আমি কি বঞ্চিত?

১৪ শীর্ণ লোকের প্রতি বন্ধুর সহানুভূতি কর্তব্য,
নইলে সে সর্বশক্তিমানের ভয় প্রত্যাখ্যান করবে।

১৫ আমার ভাইয়েরা নিজেদের পরিচয় দিল, তারা জলস্রোতের মত প্রবঞ্চক,
উপত্যকার খাদনদীর মত ভাস্যমান;
১৬ হিমের জন্য সেই স্রোত কৃষ্ণবর্ণ হয়,
তুষার গলে গেলে স্ফীত হয়,
১৭ কিন্তু গরমের দিন এলেই তার কোন চিহ্ন আর থাকে না,
রোদের তাপে নিজ নদীগর্ভ থেকেও মিলিয়ে যায়।
১৮ তার খোঁজে যাত্রীরা যাত্রার পথ ছাড়ে,
মরুপ্রান্তরের ভিতরে এগিয়ে যায়, আর তখন তাদের বিনাশ হয়।
১৯ তেমার যাত্রীরা সেদিকে তাকায়,
শেবার পথচারীরা সেগুলোর উপরে প্রত্যাশা রাখে,
২০ কিন্তু তাদের প্রত্যাশা শুধু নিরাশাই জন্মায়,
সেখানে এসে পৌঁছে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

২১ তবে এ কি তোমাদের অস্তিত্ব? না!
আমায় দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ভয় পাচ্ছ।

২২ আমি কি বলেছি, আমাকে একটা কিছু দাও?
নিজেদের খরচেই আমাকে কিছু উপহার দাও?
২৩ বিরোধীর হাত থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও?
হিংসাপন্থীদের হাত থেকে আমাকে মুক্ত কর?
২৪ তোমরাই বরং আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, তবে আমি নীরব থাকব;
আমাকে বুঝিয়ে দাও, কিসেতে আমার ভুলভ্রান্তি হয়েছে।
২৫ ন্যায় কথায় অপমানজনক কিছু নেই,
কিন্তু তর্কের কী লক্ষ্য আছে?
২৬ আমার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখানো, এ কি তোমাদের চিন্তা?
নিরাশ মানুষের কথা বাতাসে ওড়ানো কথার মত, এ কি তোমাদের ভাবনা?
২৭ এতিমের জন্যও তোমরা গুলিবাঁট করবে!
তোমাদের বন্ধুকেও তোমরা এমনিই বিক্রি করবে!

২৮ দোহাই তোমাদের, এখন আমার দিকে তাকাও,
তোমাদের মুখের উপরে আমি মিথ্যা বলব না।
২৯ এসো, তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, এতে অন্যায় কিছু নেই;
তোমাদের কথা ফিরিয়ে নাও, কারণ আমার ধর্মময়তা এখনও অক্ষুণ্ণ।
৩০ আমার জিহ্বায় কি অন্যায় রয়েছে?
আমি কি দুর্দশার স্বাদ বুঝতে আর সক্ষম নই?

৭ পৃথিবীতে কি মানুষ কঠোর পরিশ্রমের অধীন নয়?
তার দিনগুলি কি দিনমজুরের দিনগুলির মত নয়?
২ দাস যেমন ছায়ার আকাঙ্ক্ষা করে,
দিনমজুর যেমন তার মজুরির অপেক্ষায় থাকে,
৩ মাসের পর মাসের শূন্যতাই তেমনি হল আমার প্রাপ্য,
দুর্দশাপূর্ণ রাত্রিই হল আমার ভাগ্য।
৪ শুয়ে পড়ে আমি ভাবি, আবার কখন উঠব?
কিন্তু রাত আর শেষ হয় না,
আর আমি ভোর পর্যন্ত শুধু ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি।
৫ কীট ও মাটির ঢেলা আমার মাংসের আচ্ছাদন,
আমার চামড়া ফেটে ক্ষয় হয়েছে।
৬ আমার আয়ু তাঁতীর মাকুর চেয়েও দ্রুত চলে গেল,
আশাবিহীন হয়ে ফুরিয়ে গেল।
৭ স্মরণে রেখ, আমার জীবন শ্বাসমাত্র,
আমার চোখ আর মঙ্গল দেখতে পাবে না।
৮ একদিন আমাকে যে দেখতে পেল,
তার চোখ আমাকে আর দেখতে পাবে না,
তোমার দৃষ্টি আমার দিকে ফিরবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

৯ মেঘ উবে গেলে সেই মেঘ আর দেখা দেয় না;
তেমনি পাতালে যে নেমে যায়, সেও আর কখনও উঠে আসে না।
১০ সে নিজের ঘরে আর কখনও ফিরবে না,
তার স্থান তাকে আর চিনতে পারবে না।
১১ এজন্যই আমি মুখ বুজে থাকব না,
আত্মার এই সঙ্কটে আমি কথা বলব,
প্রাণের এই তিক্ততায় বিলাপ করব।
১২ আমি কি সাগর বা কোন সমুদ্র-দানব যে
তুমি আমাকে প্রহরীর অধীনে রাখবে?
১৩ আমি যখন বলি, আমার বিছানাই আমাকে স্বস্তি দেবে,
আমার যন্ত্রণায় আমার শয্যাই আমাকে আরাম দেবে,
১৪ তখন তুমি নানা স্বপ্নে আমাকে আতঙ্কিত কর,
বিভীষিকার নানা দৃশ্যে আমাকে সন্ত্রাসিত কর।
১৫ এর চেয়ে আমার প্রাণ শ্বাসরোধেই প্রীত,
আমার এই সমস্ত ব্যথার চেয়ে বরং মরণেই প্রীত!

১৬ আমি এসব কিছু নিয়ে শুধু হাসি! আমি তো আর বেশি দিন বাঁচব না;
তবে আমাকে ছাড়, আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র!
১৭ মানুষ কী যে তুমি তাকে তত মূল্য দেবে,
ও তার উপর তত মনোযোগ রাখবে?
১৮ তুমি তো প্রতি সকালেই তাকে তলিয়ে দেখ,
পলে পলে তাকে যাচাই কর।

১৯ আর কতকাল? কখন তুমি আমা থেকে দৃষ্টি ফেরাবে?
আমাকে কি ঢোঁক গিলবার সুযোগও দেবে না?
২০ হে মানবদ্রষ্টা, আমি যদিও পাপ করে থাকি,
তাতে তোমার বিরুদ্ধে কীবা করেছি?
কেন আমাকে তোমার তীরের লক্ষ্য-বস্তু করেছ?
তোমার পক্ষে আমি কি বোঝাই হয়েছি?
২১ আমার অধর্ম মুছে দাও না কেন?
আমার শঠতা ভুলে যাও না কেন?
আমি তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলায় শায়িত হব;
তুমি আমার সন্ধান করবে, কিন্তু আমি তখন আর থাকব না।

ঈশ্বরের ন্যায্যতার গতি

৮সুয়া-নিবাসী বিল্‌দাদ তখন একথা বললেন:

২ আর কতকাল তুমি এই ধরনের কথা বলে চলবে?
আর কতকাল তোমার মুখের বাণী হবে প্রচন্ড ঝঞ্ঝা-বাতাস?
৩ ঈশ্বর কি ন্যায়বিচার বিকৃত করেন?
সেই সর্বশক্তিমান কি ন্যায্যতা বিকৃত করেন?
৪ তোমার সন্তানেরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছে,

তিনি তখন তাদের নিজেদের অধর্মের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন।

৫ তুমি যদি সযত্নে ঈশ্বরের অনুসন্ধান কর,
যদি সেই সর্বশক্তিমানের কাছে সাধাসাধি কর,
৬ তুমি যদি ন্যায়বান ও সৎ হও,
তবে তিনি এখনই তোমার পক্ষে উঠে দাঁড়াবেন,
ও তোমার ধর্মময়তার আবাস এমন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন যে,
৭ তোমার আগামী অবস্থার তুলনায়
তোমার আগের অবস্থা সামান্যই ব্যাপার মনে হবে।

৮ হ্যাঁ, আগেকার যুগের মানুষকে জিজ্ঞাসা কর,
তাদের পিতৃপুরুষদের অভিজ্ঞতায় মনোযোগ দাও,
৯ কেননা আমরা গতকালেরই মানুষ—কিছুই জানি না,
পৃথিবীতে আমাদের আয়ু ছায়ারই মত।
১০ ওরা কি তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে না? তোমাকে বলবে না?
ওদের অন্তরের স্মৃতিভাণ্ডার থেকে কি এই সমস্ত উক্তি বের করবে না?

১১ পঙ্কিল জলাভূমির বাইরে নলখাগড়া কি গজে উঠতে পারে?
জল ছাড়া ঝাউগাছ কি বাড়তে পারে?
১২ তা যখন বড় হচ্ছে, যখনও কাটা যায় না,
তখন অন্য সকল ঘাসের আগেই তা শুষ্ক হয়।

১৩ যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায়, তেমনিই সেই সকল মানুষের দশা,
তেমনি উবে যায় ভক্তিহীনদের আশা;
১৪ যার উপর তার নির্ভর, তা ভঙ্গুর,
যার উপর তার অবলম্বন, তা মাকড়সার জালমাত্র।
১৫ সে তার ঘরের গায়ে হেলান দিক, তা স্থির থাকবে না;
সে তা শক্ত করে ধরুক, তা দাঁড়িয়ে থাকবে না।

১৬ সে সূর্যের সামনে সতেজই হোক,
উদ্যানের উপরেও তার কোমল শাখাগুলো বিস্তৃত হোক,
১৭ পাথুরে মাটি জুড়ে তার শিকড় জড়িয়ে যাক,
পাথরের মধ্যেও একটা স্থান পেতে চেষ্টা করুক,
১৮ তবু স্বস্থান থেকে তা উৎপাটন করলে
সেই স্থান তা অস্বীকার করে বলবে, ‘আমি তোমাকে কখনও দেখিনি!’
১৯ এই যে তার আচরণের ফুর্তি!
আর তখন মাটি থেকে ঘটবে অন্য গাছের উদ্ভব!

২০ দেখ, ঈশ্বর সৎমানুষকেও প্রত্যাখ্যান করেন না,
দুষ্কর্মাদের হাতও তিনি ধরে রাখেন না।
২১ তিনি তোমার মুখ আবার হাসিতে পূর্ণ করবেন,
হ্যাঁ, তোমার ওষ্ঠ আনন্দচিৎকারে মুখর হয়ে উঠবে।
২২ তোমার শত্রুরা লজ্জায় পরিবৃত হবে,

কিন্তু দুর্জনদের তাঁবু আর থাকবে না।

ঈশ্বরের ধর্মময়তা সমস্ত বিধানের ঊর্ধ্বে

৯যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন :

২ আমি তো জানি, ঠিক তা-ই বটে ;
ঈশ্বরের কাছে মর্তমানুষ কী করেই বা ধর্মময় হতে পারে?
৩ যদিও কেউ তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে চাইত,
তবু হাজার কথার মধ্যে তাঁকে একটারও উত্তর দিতে পারত না।
৪ অন্তরে প্রজ্ঞাবান, বলে পরাক্রান্ত যে তিনি,
তাঁর প্রতিরোধ ক'রে কেই বা কখনও রেহাই পেল?

৫ তিনি পাহাড়পর্বত স্থানান্তর করেন—আর সেগুলো তা জানে না ;
সক্রোধে তিনি তাদের উল্টিয়ে ফেলেন।
৬ তিনি পৃথিবীকে তার স্থান থেকে কাঁপিয়ে তোলেন,
আর তখন তার স্তম্ভগুলো টলতে লাগে।
৭ তিনি বারণ দেন আর সূর্য উদিত হয় না,
তিনি তারানক্ষত্রের আলো সীল মেরে বন্ধ করেন।

৮ তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দেন,
সাগর-তরঙ্গের উপর দিয়ে চলাচল করেন।
৯ তিনি সপ্তর্ষি ও মৃগশীর্ষের নির্মাতা,
তিনি আবার কৃত্তিকা ও দক্ষিণের কক্ষগুলোরও নির্মাতা।
১০ তিনি এমন মহা মহা কর্ম সাধন করেন যা সন্ধানের অতীত,
তিনি এমন আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক, যার সংখ্যা নেই।

১১ এই যে! তিনি আমার সামনে দিয়ে যান আর আমি তাঁকে দেখতে পাই না ;
পাশ দিয়েও চলেন আর আমি কিছুই টের পাই না!
১২ তিনি কেড়ে নিলে কে তাঁকে বাধা দেবে?
কে তাঁকে বলবে : কী করছ তুমি?
১৩ পরমেশ্বর তাঁর ক্রোধ ফিরিয়ে নেন না ;
রাহাবের সমর্থকেরাও তাঁর পদতলে জড়সড়!

১৪ তবে আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব?
আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?
১৫ আমি ঠিক হলেও তাঁকে উত্তর দিয়ে কী লাভ?
আমার বিচারকের কাছে আমার কেবল দয়াই প্রার্থনা করা উচিত!
১৬ আমি ডাকলে যদিও তিনি উত্তর দিতেন,
তবু তিনি যে আমার কণ্ঠে কান দেবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।
১৭ কেননা তিনি আমাকে কেমন যেন ঝড়েই ভেঙে ফেলেন,
অকারণে আমার ঘা বাড়িয়ে তোলেন ;
১৮ আমাকে শ্বাস টানতে দেন না,
বরং তিক্ততায়ই আমাকে পরিপূর্ণ করেন!

১৯ বলের কথা ধরলে, দেখ, তিনিই শক্তিশালী;
বিচারের কথা ধরলে, তাঁর বিপক্ষ হয়ে কে তাঁকে আহ্বান করবে?
২০ আমি নির্দোষী হলেও আমার মুখই আমাকে দোষী করবে,
আমি নিরপরাধী হলেও এই নিরপরাধিতাই আমার শঠতা প্রমাণ করবে!
২১ আমি নির্দোষী, তবু আমার জন্য আমার আর চিন্তা নেই,
আমার নিজের জীবনই আমার কাছে ঘৃণ্য!
২২ সবই সমান! এজন্য আমি স্পষ্ট বলি,
তিনি নির্দোষী কি দুর্জন দু'জনকেই সংহার করেন।
২৩ কশা যদি মানুষকে হঠাৎ মেরে ফেলে,
তবু নির্দোষীর দুর্দশায় তিনি হাসেন।
২৪ পৃথিবী দুর্জনেরই হাতে সমর্পিত!
তিনি তার বিচারকদের চোখে পরদা দেন;
আর তিনিই যদি না করেন তবে তেমন কাজ কে করে?

২৫ আমার দিনগুলি দৌড়বাজের চেয়েও দ্রুতগামী,
সেগুলি উড়ে যায়—কিঞ্চিৎ মঙ্গলের দর্শনও পায় না;
২৬ দ্রুতগামী নৌকার মতই চলে যায়,
এমন ঈগলেরই মত, যা শিকারের উপরে নেমে পড়ে।

২৭ যদি বলি: আমার বিলাপ ভুলে যাব,
মুখের বিষণ্নতা দূর করব, প্রফুল্লমনা হব,
২৮ তবু আমার সকল ব্যথায় আমি ভীত;
আমি তো জানি: তুমি আমাকে নির্দোষী বলে গণ্য করবেই না!
২৯ আর আমি যখন দোষী,
তখন কেন বৃথাই পরিশ্রম করব?
৩০ যদিও তুষারের জলে নিজেকে ধুয়ে নিই,
যদিও ক্ষার দিয়ে হাত পরিষ্কার করি,
৩১ তবু তুমি আমাকে ডোবায় নিমজ্জিত করবে,
আর তখন আমার নিজের পোশাকও আমাকে ঘৃণা করবে!

৩২ কেননা তিনি আমার মত মানুষ নন যে, তাঁকে উত্তর দিই,
বা বিচারালয়ে আমরা পরস্পর সম্মুখীন হই।
৩৩ আমাদের মধ্যে এমন কোন মধ্যস্থ নেই,
যিনি আমাদের দু'জনের উপরে হাত বাড়াবেন।
৩৪ তিনি আমার উপর থেকে তাঁর দণ্ড সরিয়ে নিন,
তাঁর বিভীষিকা যেন আমাকে সন্ত্রাসিত না করে;
৩৫ তবেই তাঁকে ভয় না করে আমি কথা বলব;
কিন্তু যেহেতু তেমন নয়, সেজন্য নিজের সঙ্গে আমি একাই আছি।

১০ আমি আমার নিজের জীবন নিয়ে ক্লান্ত হয়েছি!
তাই আমি আমার অসন্তোষের কথা মুক্তকণ্ঠে বলব,
আমার প্রাণের তিক্ততায় কথা বলব।

২ আমি পরমেশ্বরকে বলব: আমাকে দোষী করো না!
আমাকে বল আমার বিপক্ষে তোমার কী আছে।
৩ আমাকে অত্যাচার করা,
তোমার হাতের তৈরী বস্তু তুচ্ছ করা,
ধূর্তদের ষড়যন্ত্রে সায় দেওয়া, তোমার পক্ষে এ কি ঠিক?
৪ তোমার চোখ কি মানুষের চোখ?
তোমার দৃষ্টি কি মানুষের দৃষ্টির মত?
৫ তোমার আয়ু কি মর্তমানুষের আয়ুর মত?
তোমার বছরগুলি কি মানুষের দিনগুলির মত?
৬ এজন্য কি তুমি আমার অপরাধ তলিয়ে দেখছ
ও আমার পাপ তন্ন তন্ন করে খোঁজ করছ?
৭ তুমি তো জান, আমি অপরাধী নই,
এও জান যে, তোমার হাত থেকে উদ্ধার করবে এমন কেউই নেই।

৮ তোমার হাত আমাকে গড়েছে, আমি তোমারই রচনা,
আমার সর্বাঙ্গ তুমিই সুসংযুক্ত করেছ;
আর এখন কি আমাকে কবলিত করবে?
৯ স্মরণ কর, তুমি মাটির মত আমাকে গড়েছ,
এখন আমাকে ধুলায় ফিরিয়ে দেবে কি?

১০ তুমি কি দুধের মত আমাকে ঢালনি?
দুগ্ধ-ছানার মত কি আমাকে ঘনীভূত করনি?
১১ তুমি আমাকে চামড়া ও মাংসে পরিবৃত করেছ,
হাড় ও শিরা দিয়ে আমাকে বুনেছ;
১২ আমাকে জীবন ও কৃপা মঞ্জুর করেছ,
তোমার যত্নে আমার আত্মা পালন করেছ।

১৩ তবু এই সমস্ত কিছু তুমি অন্তরে গুপ্ত করে রাখছিলে;
আমি জানি, এ ছিল তোমার মনের চিন্তা।
১৪ আমি পাপ করলে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে আছ,
দণ্ড না দিয়ে আমার অপরাধ ছাড়বে না।
১৫ আমি দোষী হলে, তবে আমাকে ধিক!
আমি নির্দোষী হলেও মাথা উচ্চ করতে পারি না;
আমি লজ্জায় পরিপূর্ণ, নিজের দুঃখে নিমজ্জিত!
১৬ আমি মাথা উচ্চ করলে তুমি সিংহের মত আমার শিকারে নাম
ও আমার বিরুদ্ধে তোমার অদ্ভুত কাজ বাড়াও।
১৭ তুমি বারে বারে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়,
আমার প্রতি তোমার ক্ষোভ বাড়াও,
নতুন নতুন সৈন্যদল আমাকে আক্রমণ করে।

১৮ আমাকে কেন গর্ভ থেকে বের করে আনলে?
আহা, আমি যদি তখনই প্রাণত্যাগ করতাম!

কোন চোখ যদি আমাকে না দেখত!
১৯ তবে আমি অজাতেরই মত থাকতাম,
উদর থেকে কবরেই আমাকে তুলে নেওয়া হত!
২০ আমার দিনগুলি এবার কি স্বল্প নয়?
তবে আমাকে ছাড়, যেন আমি একটু সান্ত্বনার স্বাদ পেতে পারি,
২১ যতদিন না আমি সেই স্থানে যাই,
অন্ধকারের ও মৃত্যু-ছায়ার সেই দেশেই না যাই
যেখান থেকে আর ফিরে আসব না:
২২ ঘোর অন্ধকার ও গোলযোগের সেই দেশে না যাই,
যেখানে আলোও অন্ধকারের মত।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা স্বীকার্য

১১নায়ামাথ-নিবাসী জোফার তখন একথা বললেন:

২ এত প্রলাপের কি উত্তর দিতে হবে না?
বাচাল বলেই মানুষ কি ঠিক?
৩ তোমার বাক্‌চাতুরিতে কি মানুষ বাক্‌শূন্য হয়ে যাবে?
তুমি কি বিদ্রূপ করে চলবে, আর কেউই প্রত্যুত্তরে কিছু বলবে না?
৪ তুমি নাকি বলছ, আমার আচরণ নিখুঁত,
আমি তাঁর দৃষ্টিতে অনিন্দনীয়।
৫ কেউ কি ঈশ্বরকেই কথা বলার সুযোগ দেবে না?
তিনিই তোমার বিরুদ্ধে একবার আপন মুখ খুলুন,
৬ তিনিই প্রজ্ঞার সেই রহস্য তোমাকে জানিয়ে দিন,
যা জ্ঞানের কাছে তত দুর্জ্ঞেয়;
তবেই তুমি বুঝবে যে,
ঈশ্বর তোমার অপরাধের অনেকটাও ছেড়ে দিচ্ছেন।
৭ তুমি কি মনে কর, ঈশ্বরকে তলিয়ে দেখতে পার?
কিংবা সর্বশক্তিমানের পূর্ণতার সীমান্তে পৌঁছতে পার?
৮ তা তো আকাশের চেয়েও উচ্চতর! তুমি কী করতে পার?
তা পাতালের চেয়েও সুগভীর! তুমি কী বুঝতে পার?
৯ তার পরিমাণ পৃথিবীর চেয়েও বিস্তারী,
সমুদ্রের চেয়েও প্রসারী।
১০ তিনি যদি হঠাৎ কাউকে আক্রমণ করেন, যদি তাকে বন্দি করেন,
তিনি যদি কাউকে বিচারমঞ্চে আহ্বান করেন,
তাঁকে প্রতিরোধ করা কার্‌ সাধ্য?
১১ তিনি তো অসার যত মানুষকে জানেন,
শঠতাও দেখেন, সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আছে;
১২ তাই অবোধ মানুষ সুবিবেচক হোক,
মানুষ যে জন্ম থেকেই বন্য গাধামাত্র!

১৩ এখন, তুমি যদি তোমার হৃদয় তাঁর দিকে ফেরাও,
তাঁর দিকে যদি অঞ্জলি প্রসারিত কর,
১৪ যে অধর্ম তোমার হাতে লিপ্ত, তা যদি দূর করে দাও,
অন্যায় যদি তোমার তাঁবুতে বাস করতে না দাও,
১৫ তবেই তোমার মুখ বিনা কলঙ্কে উচ্চ করতে পারবে,
তবেই তুমি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে আর তোমার কোন ভয় থাকবে না।
১৬ কারণ তুমি তখন তোমার দুর্দশা ভুলে যাবে,
তা সরে যাওয়া জলের মতই মনে হবে ;
১৭ তোমার জীবন মধ্যাহ্নের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,
অন্ধকারও প্রভাতের মত হবে।
১৮ আশা আছে বলে তোমার সাহস থাকবে,
চারদিকে তাকিয়ে তুমি তখন ভরসাভরে শুয়ে পড়বে।
১৯ হ্যাঁ, তুমি শুয়ে পড়বে, আর কেউই তোমাকে বিরক্ত করবে না,
বরং অনেকে তোমার প্রসন্নতার পাত্র হতে চাইবে।
২০ কিন্তু দুর্জনদের চোখ ক্ষীণ হয়ে আসবে,
তারা কোথাও আশ্রয় পেতে পারবে না ;
তাদের শেষ নিশ্বাস, এই তো তাদের একমাত্র আশা।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাঁর ভয়ঙ্কর কর্মকীর্তিতে দর্শনীয়

১২যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন :

২ অবশ্য, তোমরাই প্রকৃত মানুষ,
তোমাদের মৃত্যু হলে তখন প্রজ্ঞারও মৃত্যু হবে!
৩ তবু তোমাদের মত আমারও কান্ডজ্ঞান আছে ;
তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই ;
বাস্তবিক সেইসব কথা কে না জানে?
৪ ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করলে যে কেউ তাঁর সাড়া পেতে চায়,
বন্ধুর কাছে সে হাসির পাত্র হয়েছে ;
হ্যাঁ, যে ধার্মিক, যে সৎ, সে হাসির পাত্র হয়েছে!

৫ সুখে আছে যারা, তারা ভাবে : ‘দুর্ভাগ্যে অবজ্ঞাও যোগ দাও!
যার পা পিছলে যাচ্ছে, তাকে ধাক্কা দাও।’
৬ অথচ দস্যুদের তাঁবু শান্তিভোগ করে,
যারা ঈশ্বরকে ক্ষুব্ধ করে, যারা ঈশ্বরকে নিজেদের হাতে রাখতে চায়,
তারা নিরাপদেই থাকে।

৭ তুমি শুধু পশুদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে ;
আকাশের পাখিদের জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই জানিয়ে দেবে।
৮ ভূমির সরিসৃপকেও জিজ্ঞাসা কর, তারা তোমাকে সুমন্ত্রণা দেবে ;
সমুদ্রের মাছকেও জিজ্ঞাসা কর, সেগুলো তোমাকে সবই বলে দেবে।
৯ এই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কোনটাই বা একথা না জানে যে,

প্রভুর হাত এই সবকিছু এইভাবে নিরূপণ করল?
১০ তাঁরই হাতে রয়েছে সমস্ত জীবের প্রাণ,
প্রতিটি মানবের শ্বাস।

১১ জিহ্বা যেমন খাদ্যের স্বাদ নির্ণয় করতে পারে,
তেমনি কান কি কথার মধ্যে কথা নির্ণয় করতে পারে না?
১২ প্রজ্ঞা প্রাচীনদের সম্পদ;
সদ্বিবেচনা দীর্ঘায়ুর অধিকার।
১৩ কিন্তু তাঁরই কাছে রয়েছে প্রজ্ঞা ও পরাক্রম;
সুমন্ত্রণা ও সদ্বিবেচনা তাঁরই।
১৪ দেখ, তিনি ভেঙে ফেললে আর পুনর্নির্মাণ করা যায় না;
তিনি মানুষকে রুদ্ধ করলে মুক্ত করা যায় না।
১৫ দেখ, তিনি জল অবরোধ করলে সবকিছু শুষ্ক হয়;
তিনি জল ছেড়ে দিলে তা পৃথিবীকে বিধ্বস্ত করে।
১৬ বল ও বুদ্ধিকৌশল তাঁরই,
প্রবঞ্চিত ও প্রবঞ্চকও তাঁরই।
১৭ তিনি মন্ত্রীদের প্রজ্ঞাহীন করে তোলেন,
বিচারকর্তাদের কাণ্ডজ্ঞান-বঞ্চিত করেন।
১৮ তিনি রাজাদের রাজবন্ধন খুলে দেন,
তাঁদের কোমরে বন্দির বাঁধনই বেঁধে দেন।
১৯ তিনি যাজকদের জুতো-বঞ্চিত করেন,
প্রতাপশালীদের পদচ্যুত করেন।
২০ তিনি বাক্‌চতুরদের বাক্যহীন করে তোলেন,
প্রবীণদের সুবুদ্ধি-বঞ্চিত করেন।
২১ তিনি অভিজাতদের উপর অবজ্ঞা বর্ষণ করেন,
শক্তিশালীদের শক্তির বন্ধনী ছিন্ন করেন।
২২ তিনি অন্ধকারের গভীরতম বিষয় অনাবৃত করেন,
ঘন ছায়াকে আলোয় আনেন।
২৩ তিনি জাতিগুলিকে মহান করে তোলেন, আবার বিনাশ করেন,
দেশগুলিকে প্রসারিত করেন, আবার ছেড়ে দেন।
২৪ তিনি জননায়কদের কাণ্ডজ্ঞান কেড়ে নেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদের ফেলে রাখেন,
২৫ তখন তারা আলোবিহীন অন্ধকারে হাঁতড়ে বেড়ায়,
মাতালের মত টলতে টলতে হেঁটে চলে।

১৩ দেখ, এই সবকিছু আমি নিজের চোখেই দেখেছি,
এই সবকিছু নিজের কানেই শুনে বুঝতেও পেরেছি।
২ তোমরা যা জান, তা আমিও জানি,
তোমাদের চেয়ে আমি তত ছোট নই।
৩ কিন্তু আমি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে কথা বলতে চাই,

ঈশ্বরেরই সঙ্গে বিবাদ করার ইচ্ছা আছে!
৪ তোমরা তো মিথ্যা রটনাকারী মাত্র,
তোমরা সকলে অসার চিকিৎসক!
৫ আহা, তোমরা যদি একেবারেই নীরব থাকতে!
এ-ই তোমাদের উচিত প্রজ্ঞা!

৬ দোহাই তোমাদের, আমার যুক্তি শোন,
আমার ওষ্ঠের তর্কে মন দাও।
৭ তোমরা কি ঈশ্বরের পক্ষে অন্যায়-কথা বলবে?
তাঁর পক্ষে কি প্রতারণা অবলম্বন করেই কথা বলবে?
৮ তোমরা এইভাবে কি তার পক্ষপাতী হবে?
ঈশ্বরের পক্ষে কি ওকালতি করবে?
৯ তিনি তোমাদের পরীক্ষা করলে তোমাদের কি মঙ্গল হবে?
মানুষ যেমন মানুষকে ভোলায়, তেমনি তোমরা কি তাঁকে ভোলাবে?
১০ তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের ভর্ৎসনা করবেন,
তোমরা যদি গোপনে পক্ষপাত কর!
১১ তাঁর মহত্ত্ব কি তোমাদের অন্তর সন্ত্রাসিত করে না?
তাঁর ভয়ঙ্করতা দ্বারা কি তোমরা আক্রান্ত হবে না?
১২ তোমাদের যত সুমন্ত্রণা ছাইভস্ম-বচনমাত্র,
তোমাদের দুর্গগুলি মাটিরই দুর্গ!

১৩ তাই তোমরা এখন চুপ কর, আমাকেই কথা বলতে দাও,
আমার যা ঘটবার তা-ই ঘটুক।
১৪ আমি আমার নিজের মাংস নিজের দাঁতে কামড়িয়ে রাখছি,
আমার নিজের প্রাণ নিজের হাতে তুলে নিচ্ছি।
১৫ আচ্ছা, তিনি আমাকে বধ করুন, আর কোন আশা নেই তো আমার,
আমি শুধু তাঁর সামনে আমার আচরণের পক্ষসমর্থন করতে চাই।
১৬ এ হবে আমার জয়ের পণ,
কারণ কোন ভক্তিহীন তাঁর সামনে কখনও দাঁড়াতে সাহস করবে না।
১৭ তবে তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন,
আমার এই নিবেদন কান পেতে শোন।
১৮ দেখ, বিচারের জন্য আমি সবই বিন্যাস করলাম,
নিশ্চিত আছি, আমাকে নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে।
১৯ এই বিচারে কে আমার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক?
তবে আমি নীরব থাকব, মৃত্যুবরণ করতে রাজি হব।
২০ একটা কথা মাত্র, আমাকে এই দু'টো বিষয় মঞ্জুর করা হোক,
তবে আমি তোমার শ্রীমুখ থেকে নিজেকে লুকোব না:
২১ তোমার থাবা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও,
তোমার বিভীষিকা যেন আমাকে আর আতঙ্কিত না করে;
২২ তারপর তুমি আমাকে আহ্বান কর, আমি সাড়া দেব;
কিংবা আমি জিজ্ঞাসা করব, আর তুমি উত্তর দেবে।

২৩ তবে, আমার অপরাধ, আমার পাপ কত?
আমাকে দেখাও আমার অধর্ম, আমার পাপ।
২৪ তুমি কেন তোমার শ্রীমুখ লুকিয়ে রাখছ?
কেন আমাকে তোমার শত্রু বলে গণ্য করছ?
২৫ তুমি কি বাতাসে তাড়িত একটা পাতা সন্ত্রাসিত করবে?
তুমি কি শুষ্ক ঘাসের পিছনে ধাওয়া করবে?
২৬ তুমি তো আমার বিরুদ্ধে তিক্ত বিচারদণ্ড জারি করছ,
আমার যৌবনকালের দোষত্রুটি উপস্থিত করছ,
২৭ আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছ,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছ,
আমার প্রতিটি পদচিহ্ন মেপে নিচ্ছ!
২৮ এদিকে আমি পচা কাঠের মত,
কীটে-ধরা কাপড়ের মত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি।

১৪ হায় রে, মানুষ—নারীজাত যে মানুষ,
স্বল্পায়ু ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ যে মানুষ!
২ সে ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে ম্লান হয়,
ছায়ার মত চলে যায়—সে ক্ষণস্থায়ী!
৩ অথচ তেমন প্রাণীর উপরেই কি তুমি চোখ নিবদ্ধ রাখ?
একেই তোমার বিচারমঞ্চে আহ্বান কর?
৪ অশুচি থেকে শুচির উদ্ভব ঘটাতে পারে এমন সাধ্য কার্ আছে?
কারও নেই!
৫ তার আয়ুর দিনগুলি যখন নিরূপিত,
তার মাসের সংখ্যা যখন তোমার উপরেই নির্ভরশীল,
তুমিই যখন তার জন্য এমন সীমানা স্থাপন করেছ
যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়,
৬ তখন তার কাছ থেকে দৃষ্টি ফেরাও, তাকে একাই ফেলে রাখ,
দিনমজুরের মত সেও যেন দিনের শেষে একটু সুখ ভোগ করতে পারে।
৭ কারণ গাছেরও একটা আশা আছে,
ছিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে,
তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না।
৮ যদিও মাটি-গর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়,
যদিও ভূমিতে তার গুঁড়ি মারা যায়,
৯ তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে,
নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরে।
১০ কিন্তু মানুষ মরলে শায়িত হয়ে ক্ষয় হয়,
প্রাণত্যাগ করে মর্তমানুষ আর কোথায় থাকে?
১১ সমুদ্র থেকে জল মিলিয়ে যায়,
নদী শুষ্ক হয়ে মারা যায়,

১২ তেমনি মানুষ একবার শুয়ে আর ওঠে না,
যতদিন না আকাশ বিলুপ্ত হয়, সে আর জাগবে না,
নিদ্রা থেকে আর জেগে উঠবে না।

১৩ হায়, তুমি যদি আমাকে পাতালে লুকিয়ে রাখতে!
গুপ্তই রাখতে যতক্ষণ তোমার ক্রোধ গত না হয়;
আমার জন্য যদি একটা ক্ষণ নিরূপণ করতে,
এবং পরে আমার কথা স্মরণ করতে!
১৪ মানুষ একবার মরে কি পুনরুজ্জীবিত হবে?
আমি আমার সৈনিক জীবনের সমস্ত দিন প্রতীক্ষায় থাকব,
যতক্ষণ না পালার সময় না আসে।
১৫ পরে তুমি আমাকে ডাকবে আর আমি উত্তর দেব;
তুমি তোমার হাতের রচনার প্রতি মমতা দেখাবে।
১৬ তখন তুমি নিশ্চয় আমার পদক্ষেপ গুনে রাখবে,
কিন্তু আমার পাপের প্রতি আর তত লক্ষ রাখবে না।
১৭ হ্যাঁ, আমার অধর্ম এক থলিতে আটকানো থাকবে,
আর তুমি আমার অপরাধের উপরে একটা আবরণ দেবে।
১৮ হায়, পর্বত যেমন পড়ে বিলুপ্ত হয়,
শৈল যেমন তার জায়গা থেকে সরে যায়,
১৯ জল যেমন পাথরকে ক্ষয় করে,
বন্যা যেমন মাটি ভাসিয়ে নিয়ে যায়,
তেমনি তুমি মর্তমানুষের আশা ক্ষয় কর।
২০ হ্যাঁ, তুমি চিরকালের মত তাকে পরাস্ত কর আর সে গত হয়,
তুমি তো তার মুখ বিকৃত কর, তারপর তাকে বিদায় দাও!
২১ তার সন্তানেরা গৌরবের পাত্র হোক—সে কিন্তু তা জানে না;
তারা অপমানের পাত্র হোক—সে কিন্তু তা উপলব্ধি করে না!
২২ সে কেবল নিজের ব্যথাই টের পায়,
কেবল নিজেরই জন্য ব্যাকুল হয়।

যোব নিজ কথা দ্বারাই দোষী বলে সাব্যস্ত

১৫তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন:

২ প্রজ্ঞাবান কি অসার কথা দিয়েই উত্তর দেবে?
সে কি পুব-বাতাসেই পেট ভরাবে?
৩ সে কি অর্থশূন্য কথায় অবলম্বন করেই আত্মপক্ষ সমর্থন করবে?
সে কি নিষ্ফল উক্তি প্রয়োগ করবে?
৪ কিন্তু তুমি তো ধর্মভাবও ধ্বংস করছ,
ঈশ্বরভক্তিও বিলীন করছ।
৫ হ্যাঁ, তোমার শঠতাই কথা রাখে তোমার মুখে,
তুমি ধূর্তদের জিহ্বাই বেছে নিয়েছ।
৬ তোমারই মুখ তোমাকে দোষী বলে প্রতিপন্ন করছে, আমি নই;

তোমার নিজের ওষ্ঠই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করছে।

৭ তুমি নাকি সেই প্রথমজাত আদম?
পাহাড়পর্বতের আগেই কি তোমার জন্ম হয়েছে?
৮ তুমি কি পরমেশ্বরের গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় বসে শোন?
প্রজ্ঞা কি কেবল তোমাতেই গণ্ডিবদ্ধ?
৯ আমরা যা না জানি, তুমি এমন কী জান?
আমাদের যা বোঝার অতীত, তুমি এমন কী বোঝ?
১০ পাকা চুল ও বৃদ্ধ মানুষ আমাদেরও মধ্যে আছেন,
তোমার পিতার চেয়েও তাঁরা বয়সে প্রাচীন।
১১ ঈশ্বরের সান্ত্বনা-ধারা তোমার কাছে সামান্য ব্যাপার কি?
তোমার প্রতি উচ্চারিত শালীন কথাও কি তোমার কাছে কিছু নয়?
১২ তোমার হৃদয় কেন তোমাকে এমনি টানে?
তোমার চোখ কেন এতই মিটমিট করে যে,
১৩ তুমি ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই তোমার আত্মা ফেরাও,
ও তোমার মুখ থেকে তেমন কথা নির্গত হয়?

১৪ মর্তমানুষ কী যে, সে নিজেকে শুচি মনে করতে পারে?
নারীজাত মানুষ কী যে, নিজেকে ধর্মময় মনে করতে পারে?
১৫ দেখ, তিনি তাঁর পবিত্রজনদেরও বিশ্বাস করেন না,
তাঁর দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নয়;
১৬ তবে যে জঘন্য ও ভ্রষ্ট,
জলের মতই যে শঠতা পান করে, সেই মানুষ কী!
১৭ ব্যাপারটা তোমাকে বোঝাব, আমার কথা শোন;
আমি যা দেখেছি, তা বর্ণনা করব;
১৮ প্রজ্ঞাবানেরা যা প্রকাশ করেন,
তাঁদের পিতারা তাঁদের কাছে যা গুপ্ত রাখেননি, তা বর্ণনা করব;
১৯ দেশ কেবল তাঁদেরই দেওয়া হয়েছিল,
তাঁদের মধ্যে বিজাতীয় কেউই তখনও চলাচল করেনি।
২০ দুর্জন সারা জীবন ধরেই ক্লেশে জর্জরিত,
দুর্দান্তের বছর-সংখ্যা নিরূপিতই আছে।
২১ তার কান সন্ত্রাসী শব্দের ধ্বনিতে পূর্ণ,
শান্তির দিনেও দস্যু তাকে আক্রমণ করে।
২২ অন্ধকার এড়াতে পারবে এমন বিশ্বাস তার নেই;
না, খড়্গের জন্যই সে চিহ্নিত!
২৩ সে রুটির খোঁজে ঘোরাফেরা করে, কিন্তু: 'কোথায় যাব?'
সে জানে, অন্ধকারের দিন তার সন্নিকট!
২৪ সঙ্কট ও দুর্দশা তার অন্তর সন্ত্রাসে পূর্ণ করে,
আক্রমণ করতে তৈরী রাজার মত
সেইসব কিছু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

²⁵ কারণ সে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়েছে,
সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধে আস্ফালন করেছে।
²⁶ সে মাথা উচ্চ করেই তাঁর বিরুদ্ধে দৌড়িয়েছে,
তার হাতে ছিল স্থূল ও শক্ত ঢাল।
²⁷ মেদ তার মুখ ঢাকলেও,
তার কটিদেশ হৃষ্টপুষ্ট হলেও,
²⁸ কিন্তু তবুও উৎসন্ন শহরগুলিই হবে তার বাসস্থান,
এমন ঘরে বাস করবে, যেখানে কেউই আর বাস করে না,
পাথররাশি হওয়াই যার নিরূপিত ভবিষ্যৎ।
²⁹ সে ধনী হবে না, তার সম্পদ টিকবে না;
সেগুলোর ফলও পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে না।
³⁰ সে অন্ধকার এড়াবে না,
অগ্নিশিখা শুষ্ক করবে তার যত শাখা,
বাতাস-ই তার সমস্ত ফল উড়িয়ে নেবে।
³¹ যা অসার, তাতে নির্ভর করে সে নিজেকে না ভোলাক,
কেননা সর্বনাশই হবে তার প্রতিফল।
³² কালের আগেই তার ডাল-পালা ম্লান হয়ে পড়বে,
তার কোন শাখা আর সতেজ হবে না।
³³ আঙুরলতার মত তার কাঁচা ফল ঝরে পড়বে,
জলপাইগাছের মত তার নবীন ফুল খসে পড়বে;
³⁴ কারণ ভক্তিহীনদের জনসমাবেশ বন্ধ্যা হবে,
যারা উৎকোচ ভালবাসে, আগুনই তাদের তাঁবু গ্রাস করবে।
³⁵ সে অনিষ্ট গর্ভধারণ ক'রে মিথ্যার জন্মদান করে;
নিজের পেটে সে প্রবঞ্চনা লালন-পালন করে।

মানব অন্যায্যতা ও ঐশ ন্যায্যতা

১৬যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

² তেমন কথা আমি আগেও কতবার শুনেছি!
তোমরা সকলে এমন সান্ত্বনাদানকারী, যারা কষ্টই দেয়।
³ অসার কথা কি কখনও শেষ হবে না?
তেমন উত্তর দিতে তোমাকে কিসে উত্তেজিত করছে?
⁴ তোমাদের মত কথা বলতে আমিও পারতাম,
যদি তোমরা আমার জায়গায় থাকতে!
আমি কথা দিয়েই তোমাদের জড়াতে পারতাম,
তোমাদের বিরুদ্ধে মাথা নাড়াতে পারতাম!
⁵ হ্যাঁ, আমার মুখ দিয়ে তোমাদের সাহস দিতাম,
আর তখন আমার ওষ্ঠের সান্ত্বনায় তোমরা আরাম পেতে।
⁶ যখন কথা বলি, তখন আমার ক্লেশ ক্ষান্ত হয় না,
যখন নীরব থাকি, তখন সেই ক্লেশ কি কোন প্রকারে হ্রাস পায়?

৭ কিন্তু এখন তা আমাকে অবসন্ন করেছে,
আমার সকল প্রতিবেশীকে তুমি আতঙ্কিত করেছ।
৮ তা আমাকে ঘিরে ফেলেছে, ও আমার বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াচ্ছে;
আমার অভিযোক্তা আমার মুখের উপরেই আমাকে অভিযুক্ত করছে;
৯ তার ক্রোধ আমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে, উৎপীড়ন করছে,
আমার দিকে দাঁতে দাঁত ঘষছে,
আমার শত্রু আমার বিরুদ্ধে চোখ লাল করছে।
১০ তারা আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলে হা করে আছে,
বিদ্রূপ করে আমার গালে চড় মারে,
আমার বিরুদ্ধে একজোট হয়।
১১ হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে দুষ্কর্মার হাতে তুলে দিয়েছেন,
আমাকে দুর্জনদের হাতে ফেলে দিয়েছেন।

১২ আমি শান্তিতেই ছিলাম আর তিনি আমাকে নষ্ট করেছেন,
ঘাড় ধরে আমাকে আছাড় মেরেছেন,
আমাকে তাঁর লক্ষ্য-বস্তুরূপে দাঁড় করিয়েছেন:
১৩ তাঁর তীরন্দাজেরা আমাকে ঘিরে ফেলে,
তিনি আমার কোমর বিঁধিয়ে দেন, দয়াটুকু দেখান না,
মাটিতে আমার পিত্তি ঢেলে দেন।
১৪ তিনি অবিরতই আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন,
যোদ্ধার মত আমার বিরুদ্ধে দৌড়ে আসেন।
১৫ আমি আমার চামড়ার উপরে চটের কাপড় বুনেছি,
ধুলায় আমার মাথা সমাহিত করেছি।
১৬ আমার মুখ কান্নায় বিকৃত হয়েছে,
আমার চোখের পাতার উপরে ঘোর অন্ধকার বিরাজ করছে।
১৭ তা সত্ত্বেও আমার হাত অত্যাচার থেকে মুক্ত,
আমার প্রার্থনাও শুদ্ধ!
১৮ পৃথিবী! আমার রক্ত ঢেকো না!
আমার চিৎকারের যেন কখনও বিরতি না হয়!
১৯ সুতরাং দেখ, ইতিমধ্যে স্বর্গে আমার সাক্ষী আছেন,
আমার পক্ষসমর্থক সেই ঊর্ধ্বেই আছেন;
২০ আমার বন্ধুরা আমাকে বিদ্রূপ করে,
কিন্তু পরমেশ্বরেরই উদ্দেশে জল ফেলে আমার চোখ,
২১ যেন তিনি পরমেশ্বরের কাছে মানুষের পক্ষে কথা বলেন,
যেভাবে আদমসন্তান বন্ধুর পক্ষে কথা বলে।
২২ কারণ কেবল কয়েক বছর কেটে যাবে,
পরে আমি সেই পথে চলে যাব যেখান থেকে কেউ ফেরে না।

১৭ আমার আত্মা নিঃশেষিত, আমার আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসছে;
কবর আমার প্রতীক্ষায় আছে!
২ বিদ্রূপকারীরা কি সত্যিই আমার চারদিকে নয়?

তাদের শত্রুমিতেই নিবদ্ধ আমার চোখ।
৩ দোহাই তোমার! তুমিই হও আমার জামিনদার,
আর কে আছে যে, আমার জন্য জামিন দেবে?
৪ তুমি এদের মন থেকে বুদ্ধি বিচ্যুত করেছ,
তাই এদের জয়ী হতে দেবে না।
৫ পুরস্কারের আশায় বন্ধুকে যে তুলে দেয়,
ক্ষীণ হয়ে আসে তার সন্তানদের চোখ।

৬ আমি হয়েছি জাতিগুলির হাসির বস্তু,
এমন মানুষ, যার মুখে লোকে থুথু ফেলে।
৭ দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে আমার চোখ,
আমার সর্বাঙ্গ হয়েছে ছায়ার মত।
৮ এতে সরল মানুষেরা স্তম্ভিত হয়,
ভক্তিহীনের বিরুদ্ধে নির্দোষী উত্তেজিত হয়।
৯ তবু ধার্মিক তার নিজের আচরণে সুস্থির হয়ে চলবে,
শুদ্ধ যার হাত, সে উত্তরোত্তর প্রবল হবে।
১০ এসো, তোমরা সকলে, আবার ফিরে এসো,
তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান একজনকেও পাব না।
১১ আমার আয়ু গেল, আমার সঙ্কল্প সকল ভগ্ন,
আমার মনস্কামনাও তাই!
১২ এরা রাতকে দিন করে,
অন্ধকারের সামনেও এরা বলে, আলো সন্নিকট।
১৩ আশার মত যদি আমার কিছু থাকে, তবে পাতালই আমার গৃহ,
অন্ধকারেই শয্যা পাতি,
১৪ অবক্ষয়কে আমি বলি, তুমি আমার পিতা,
কীটকে বলি, তুমি আমার মা, আমার বোন!
১৫ তবে আমার সেই আশা কোথায়?
কে আমার জন্য আশা দেখতে পায়?
১৬ তা কি পাতাল-দ্বার পর্যন্ত নেমে যাবে?
আমরা সকলে মিলে কি ধুলায় শায়িত হব?

দুর্জনের অপরিহার্য নিয়তি

১৮সুয়া-নিবাসী বিল্‌দাদ তখন একথা বললেন:

২ আর কতকাল তোমরা কথা সংযত রাখবে?
চিন্তা কর, পরে কথা বলব।
৩ পশু বলে পরিগণিত হওয়ায় আমাদের কী লাভ?
তোমাদের চোখে আমরা কেন পাষণ্ড বলে দাঁড়াব?
৪ তুমি তো ক্রোধে নিজেকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে পার,
কিন্তু তোমার খাতিরে পৃথিবী পরিত্যক্ত হবে না,
গিরি-শৈলও নিজেদের জায়গা থেকে সরে যাবে না!

৫ দুর্জনের আলো নিশ্চয়ই নিভে যাবে,
তার বাতির শিখাও নিস্তেজ হয়ে পড়বে।
৬ তার তাঁবুতে আলো অন্ধকার হবে,
যে প্রদীপ তার উপর আলো ছড়ায়, তাও নির্বাপিত হবে।
৭ তার চলার তেজ খর্ব হবে,
তার নিজের কল্পনা-ঝল্পনা তার পতন ঘটাবে,
৮ কারণ তার পা জালে জড়িয়ে পড়বে,
সে ফাঁদের উপরে পা বাড়াবে।
৯ তার পাদমূল ফাঁসে আবদ্ধ হবে,
ফাঁদ ছুটবে, আর সে ধরা পড়বে।
১০ তার জন্য ফাঁস মাটিতে লুক্কায়িত রয়েছে,
তার চলার পথে জাল পাতা আছে।
১১ বিভীষিকা সবদিক দিয়ে তাকে আতঙ্কিত করছে,
তার পিছু পিছু তাকে ধাওয়া করছে।
১২ ক্ষুধা হবে তার সঙ্গী,
সর্বনাশ তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে।
১৩ অসুখ তার চামড়া গ্রাস করবে,
মৃত্যুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তার সর্বাঙ্গ খেয়ে ফেলবে।
১৪ যার উপর তার ভরসা ছিল,
তার সেই তাঁবু থেকে তাকে উপড়ে ফেলা হবে,
তখন বিভীষিকা-রাজের কাছে তাকে টেনে নেওয়া হবে।
১৫ তুমি তার তাঁবুতে বাস করতে পারবে
—তার উপর তার আর অধিকার নেই;
তার আবাসে গন্ধক ছড়িয়ে দেওয়া হবে।
১৬ নিচে তার শিকড় শুষ্ক হবে,
উপরে তার শাখা কেটে ফেলা হবে।
১৭ তার স্মৃতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে,
রাস্তা-ঘাটে তার নামের উল্লেখ আর হবে না।
১৮ আলো থেকে অন্ধকারে বিতাড়িত হয়ে
সে সংসার থেকে বিচ্যুত হবে।
১৯ তার স্বজাতীয়দের মধ্যে তার আর থাকবে না সন্তানসন্ততি, থাকবে না বংশ,
তার আবাসের স্থানে একজনমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে না।
২০ তার পরিণামের জন্য পাশ্চাত্যের মানুষ স্তম্ভিত হবে,
ভয়ে প্রাচ্যের মানুষ রোমাঞ্চিত হবে।
২১ এই তো শঠতার দশা,
যে কেউ ঈশ্বরকে জানে না, এই তো তার আবাস।

যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত, তখনই তার বিশ্বাস যথার্থ বলে প্রমাণিত

১৯যোব তখন উত্তরে একথা বললেন:

২ আর কতক্ষণ তোমরা আমার প্রাণে পীড়া দেবে?
আর কতক্ষণ তোমাদের বক্তৃতায় আমাকে চূর্ণ করবে?
৩ এই দশ দশবার আমাকে অপমান করেছ,
লজ্জাবোধ না করে আমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ!
৪ আর যদিও আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি,
তবুও আমার ভ্রান্তি আমার নিজেরই ব্যাপার।
৫ আর যদি তোমরা আমার উপরে এত দর্প করতে চাও,
যদি আমার গ্লানি আমার বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে চাও,
৬ তবে জেনে রাখ, ঈশ্বরই আমার প্রতি অন্যায় করেছেন!
তিনিই তাঁর আপন জালে আমাকে জড়িয়ে নিয়েছেন।

৭ দেখ, আমি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে চিৎকার করি, কিন্তু সাড়া পাই না;
সহায়তা যাচ্‌না করি, কিন্তু কোন বিচার হয় না।
৮ আমার পথে তিনি এমন প্রাচীর দিয়েছেন,
যা আমি অতিক্রম করতে অক্ষম,
আমার রাস্তায় অন্ধকার পেতে দিয়েছেন।
৯ তিনি খুলে নিয়েছেন আমার গৌরব-বসন,
আমার মাথা থেকে তুলে নিয়েছেন মুকুট।
১০ আমাকে নিঃশেষ করার জন্য
তিনি চারদিক থেকে আমাকে আক্রমণ করছেন,
গাছের মত আমার প্রত্যাশা উপড়ে ফেলছেন।
১১ তিনি আমার উপর তাঁর ক্রোধ জ্বালিয়েছেন,
আমাকে তাঁর বিরোধী বলে গণ্য করছেন।
১২ তাঁর যত সৈন্যদল সবাই মিলে এগিয়ে আসছে,
আমাকে লক্ষ্যবস্তু করেই পথ চলছে,
শিবিরটা আমার তাঁবুর চারপাশেই বসানো।

১৩ তিনি আমার ভাইদের আমা থেকে দূরে রেখেছেন,
আমার পরিচিতেরা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে।
১৪ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার নিজের অতিথিরা আমার কথা ভুলে গেছে।
১৫ আমার বাড়ির দাসীরা আমার প্রতি অপরিচিতের মত ব্যবহার করছে,
তাদের চোখে আমি অচেনা মানুষ হয়ে গেছি।
১৬ আমার দাসকে ডাকি—কৈ, সে উত্তর দেয় না;
আমাকেই তার দয়ার পাত্র হতে হচ্ছে।
১৭ আমার শ্বাস আমার বধূর বিতৃষ্ণার ব্যাপার,
আমার সহোদরদের কাছে আমি বিতৃষ্ণার বস্তু।
১৮ ছেলেদের কাছেও আমি ঘৃণার বিষয়,
আমি উঠে দাঁড়ালে তারা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।
১৯ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা সকলে আমাকে বিভীষিকার মত দেখে,

আমার প্রিয়জনেরাও এখন আমার প্রতি বিমুখ।
২০ হাড় চামড়ায় লেগে গেছে,
কেবল আমার দাঁতের চামড়াই রেহাই পেয়েছে!
২১ বন্ধু আমার, তোমরাই আমাকে দয়া দেখাও, দয়া দেখাও!
কারণ ঈশ্বরের হাত এবার আমাকে আঘাত করেছে।
২২ ঈশ্বরের মত কেন তোমরাও আমাকে পীড়ন করছ?
আমার মাংস গ্রাস করায় তোমরা কি কখনও ক্ষান্ত হবে না?

২৩ আহা, কেউ যদি আমার এই সমস্ত কথা লিখে রাখত,
সেই কথা যদি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হত,
২৪ তা যদি লোহার বাটালি ও সীসা দিয়ে
চিরকালের মত পাথরে খোদাই করা হত!
২৫ আমি জানি, আমার মুক্তিসাধক জীবিতই আছেন!
আমি জানি, সেই চরমদিনে তিনি ধুলার উপরে উঠে দাঁড়াবেন!
২৬ আমার এই চর্ম বিনষ্ট হওয়ার পর
আমার এই মাংসেই আমি ঈশ্বরকে দেখতে পাব।
২৭ আমি, আমি নিজেই তাঁকে দেখতে পাব;
আমারই চোখ তাঁর দর্শন পাবে,—এই আমি, অন্যে নয়!
হৃদয় বুকের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে আসে।
২৮ যখন তোমরা বল, 'আমরা কেমন করে তাকে নির্যাতন করব?
বিচারে কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনতে পারি?'
২৯ তখন তোমরা নিজেরাই সেই খড়্গ ভয় কর,
কারণ ক্রোধ খড়্গের আঘাতে দণ্ড দেবে;
আর তখন তোমরা এ জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই বিচার আছে!

দুর্জনের অনিবার্য বিলোপ

২০নায়ামাথ-নিবাসী জোফার তখন একথা বললেন:

২ আমার চিন্তা-ভাবনাই আমাকে উত্তর দিতে উত্তেজিত করে,
আর এজন্যই আমি অধৈর্য হলাম।
৩ আমি এমন ভর্ৎসনার কথা শুনেছি, যা আমাকে অপমানিত করছে,
কিন্তু আমার অন্তর প্রতিবাদ করতে আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে।
৪ তুমি কি একথা জান না যে, অনাদিকাল থেকে,
পৃথিবীতে মানুষ-স্থাপনের সময় থেকেই,
৫ দুর্জনদের আনন্দগান ক্ষণিকেরই ব্যাপার,
ভক্তিহীনের ফুর্তিও নিমেষমাত্র?
৬ তার মহত্ত্ব যদিও আকাশছোঁয়া,
তার মাথা যদিও মেঘলোকস্পর্শী,
৭ তবু তার নিজের মলের মতই সে বিলুপ্ত হবে;
আর যারা তাকে দেখত, তারা বলবে, সে কোথায়?
৮ সে স্বপ্নেরই মত মিলিয়ে যাবে, আর পাওয়া যাবে না কো তার উদ্দেশ,

সে রাত্রিকালীন দর্শনের মত উবে যাবে।
৯ যে চোখ তাকে দেখত, তা তাকে আর দেখবে না,
তার ঘরও তাকে আর দেখতে পাবে না।
১০ তার সন্তানেরা গরিবদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে,
তাদের হাত তার সম্পদ ফিরিয়ে দেবে।
১১ তার হাড় ছিল যৌবনের তেজে পরিপূর্ণ,
কিন্তু এখন ধুলায় শায়িত তার সঙ্গে!
১২ যদিও অপকর্ম তার মুখে মিষ্টি লাগত,
যদিও তা লুকিয়ে রাখত জিহ্বার নিচে,
১৩ যদিও তা ছাড়তে সে সম্মত ছিল না,
যদিও মুখের মধ্যে তা রাখত,
১৪ তবু তার খাদ্য পেটে বিকৃত হবে,
তার অন্ত্ররাজিতে হবে কালসাপের বিষের মত।
১৫ গ্রাস করা তার সেই যত ধন সে উগরে দেবে,
ঈশ্বর তার পেট থেকে সেইসব বের করে দেবেন।
১৬ সে কালসাপের বিষ চুষে খেল,
চন্দ্রবোড়ার জিহ্বা তাকে সংহার করবে।
১৭ সে আর কখনও দেখবে না কোন স্রোতস্বিনী,
মধু ও দুধ-প্রবাহী নদীও নয়।
১৮ সে নিজের শ্রমের ফল ফিরিয়ে দেবে, তা আস্বাদ করবে না,
তার ব্যবসার ফলও সে ভোগ করবে না,
১৯ কেননা দুঃখীদের সে অত্যাচার ও পরিত্যাগ করল,
নিজে যা গাঁথেনি এমন গৃহ সে ছিনিয়ে নিল;
২০ তার পেট কখনও শান্তি পেত না,
তাই তার ধনও তাকে রক্ষা করবে না।
২১ তার গ্রাসে কিছুই বাকি থাকত না,
তাই তার সমৃদ্ধিও থাকবে না।
২২ তার পূর্ণ প্রাচুর্যের দিনেও সে কষ্টে ভুগবে,
যত দুর্দশা তার মাথায় নেমে পড়বে।
২৩ সে যখন নিজের পেট পূর্ণ করতে উদ্যত হবে,
ঈশ্বর তার উপরে তাঁর ক্রোধের আগুন নিক্ষেপ করবেন,
তার উপরে বর্ষণ করবেন জ্বলন্ত অঙ্গার।
২৪ যদিও সে লৌহাস্ত্র এড়াতে পারে,
তবু ব্রঞ্জের ধনুকে বিদ্ধ হবে।
২৫ তার পিঠ থেকেই বের হবে সেই তীর,
তার যকৃৎ থেকে চক্‌মকে তীরের অগ্রভাগ।
নানাবিধ সন্ত্রাস তাকে আক্রমণ করবে;
২৬ সমস্ত অন্ধকার তার জন্যই সঞ্চিত।
এমন আগুন তাকে গ্রাস করবে যা কোন মানুষ জ্বালায়নি,

তার তাঁবুতে বাকি সবকিছু সেই আগুন ছাই করবে।
২৭ আকাশমণ্ডল তার শঠতা অনাবৃত করবে,
পৃথিবী তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে।
২৮ বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঘর,
ঐশক্রোধের দিনেই তা বয়ে যাবে।
২৯ এটিই ধূর্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত ভাগ্য,
এটিই তার জন্য ঈশ্বরের নিরূপিত উত্তরাধিকার!

সত্য স্বীকার করার জন্য সাহস দরকার

২১যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

২ তোমরা মন দিয়েই আমার কথা শোন,
আমার প্রতি তা-ই তোমাদের দেওয়া সান্ত্বনা হোক।
৩ আমাকেও একটু কথা বলতে দাও;
আমার একথার পরেই তুমি আমাকে বিদ্রূপ কর।
৪ আমার অনুযোগ কি মানুষের কাছে?
আর আমি অধৈর্য হব না কেন?
৫ তোমরা আমার প্রতি মনোযোগ দাও, তবে স্তম্ভিত হবে,
তোমাদের মুখে হাত দেবে।
৬ ভাবলেই আমি বিহ্বল হই,
আমার মাংস শিহরে ওঠে।
৭ দুর্জনেরা কেন বেঁচে থাকে?
তারা কেন বৃদ্ধ হয়, এমনকি প্রতাপশালী ও তেজময়ী হয়?
৮ তাদের বংশ তাদের সঙ্গে সমৃদ্ধ,
তাদের সন্তানসন্ততিরা তাদের চোখের সামনেই বেড়ে ওঠে।
৯ তাদের ঘর শান্তিপূর্ণ, ভয়শূন্য,
ঈশ্বরের যে দণ্ড, তা তাদের জন্য নয়।
১০ তাদের বৃষ সঙ্গম করলে তা ব্যর্থ হয় না,
গাভী গর্ভবতী হলে তার গর্ভপাত হয় না।
১১ তারা নিজ নিজ বালকদের মেষপালের মত বাইরে চালনা করে,
তাদের সন্তানেরা নেচে নেচে আনন্দ করে।
১২ তারা সেতার ও বীণার ঝঙ্কারে গান করে,
বাঁশির সুরে ফুর্তি করে।
১৩ তারা সুখে তাদের আয়ু যাপন করে,
পরে নিরুদ্বেগে পাতালে নেমে যায়।

১৪ অথচ তারা ঈশ্বরকে বলত: ‘আমাদের কাছ থেকে দূর হও,
আমরা জানতে চাই না তোমার কোন পথ!
১৫ সেই সর্বশক্তিমান কে যে আমরা তাঁর সেবা করব?
তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে আমাদের কী লাভ?’
১৬ দেখ, তাদের সমৃদ্ধি কি তাদের হাতে নয়?

[তাই কেন বলব :] দুর্জনদের মতলব আমা থেকে দূর হোক?

১৭ কতবার নিভে যায় দুর্জনদের প্রদীপ?
কতবার তাদের উপরে নেমে পড়ে দুর্বিপাক?
কবেই বা ঈশ্বর সক্রোধে তাদের উপর ক্লেশ বর্ষণ করেন?
১৮ [অথচ লোকে বলে :] তারা বাতাসের সামনে হোক শুষ্ক ঘাসের মত!
হোক ঝঞ্ঝায় উড়িয়ে দেওয়া তুষের মত!
১৯ [লোকে বলে :] ঈশ্বর তাদের সন্তানদের জন্যই শাস্তি জমান।
তবে তিনি তার কাছেই প্রতিফল দিন, তাহলেই সে তা টের পাবে।
২০ সে নিজের চোখেই দেখুক তার নিজের সর্বনাশ,
পান করুক সর্বশক্তিমানের ক্রোধের পাত্রে!
২১ কেননা তার মাস-সংখ্যা শেষ হলে
তার ভাবী কুলের প্রতি তার আর কী চিন্তা থাকবে?
২২ কেউ কি ঈশ্বরকে সদ্‌জ্ঞান শিক্ষা দেবে?
তিনি তো পাতিত রক্তের বিচার করেন!
২৩ কেউ সম্পূর্ণ বলবান অবস্থায় মরে,
সবদিক দিয়ে শান্তশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশীল হয়ে মরে;
২৪ তার কোমর মেদে পরিপূর্ণ,
তার হাড়ের মজ্জাও সতেজ।
২৫ অন্য কেউ প্রাণে তিক্ত হয়ে মরে,
মঙ্গলের আস্বাদ কখনও না পেয়ে মরে।
২৬ এরা দু'জনে মিলে ধুলায় শুয়ে থাকে,
দু'জনে কীটে আচ্ছাদিত।

২৭ দেখ, আমি জানি তোমাদের যত চিন্তা,
জানি আমার বিরুদ্ধে তোমাদের যত অন্যায়-বিচার।
২৮ তোমরা বলছ: 'সেই প্রতাপশালীর বাড়ি কোথায়?
কোথায় সেই দুর্জনদের আবাস-তাঁবু?'
২৯ যারা পরিভ্রমণ করে, তোমরা কি তাদের জিজ্ঞাসা করনি?
ওরা বর্ণনা দিলে তোমরা কি মনোযোগ দিয়ে শোননি?
৩০ হ্যাঁ, দুর্দশার দিনে অপকর্মা রেহাই পায়,
ক্রোধের দিনে সে রক্ষা পায়!
৩১ তার সামনে কে ব্যক্ত করে তার আচরণ?
কে তাকে দেয় তার কর্মের যোগ্য প্রতিফল?
৩২ তাকে কবরস্থানে তুলে নেওয়া হবে,
তার কবরের ধারে পাহারা দেওয়া হবে,
৩৩ উপত্যকার মাটি তার কাছে হালকা,
সে সকলকে পিছু পিছু টেনে নেয়,
তার সামনেও অসংখ্য লোকের ভিড়!
৩৪ তবে তোমরা কেন আমাকে বৃথাই সান্ত্বনা দাও?

তোমাদের উত্তরে প্রবঞ্চনা ছাড়া বাকি আর কিছু নেই!

নিজ দোষ স্বীকার করা-ই ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলনের পথ

২২তেমান-নিবাসী এলিফাজ তখন একথা বললেন:

২ জ্ঞানবান যখন কেবল নিজেরই উপকার করতে পারে,
তখন মানুষ কি ঈশ্বরকে উপকার করতে পারে?
৩ তুমি ধার্মিক হলে তাতে সর্বশক্তিমানের কী উপকার?
তুমি সদাচরণ করলে তাতে তাঁর কী লাভ?
৪ তিনি কি তোমার ধর্মভাবের জন্যই তোমাকে শাসন করছেন?
এজন্যই কি তোমাকে বিচারে আহ্বান করছেন?

৫ না! বরং তোমার মহা অধর্মের জন্য,
তোমার সীমাহীন শঠতার জন্যই তোমার প্রতি তাঁর এই ব্যবহার।
৬ কেননা তুমি অন্যায়ভাবে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে অর্থ দাবি করেছ,
তুমি বস্ত্রহীনের পোশাক কেড়ে নিয়েছ।
৭ তুমি পিপাসিতকে পান করতে জল দাওনি,
ক্ষুধিতকে খাবার দিতে অস্বীকার করেছ,
৮ পরাক্রমীর হাতে জমি তুলে দিয়েছ,
যেন তার উপরে তোমার প্রিয়পাত্রই বাস করে।
৯ তুমি বিধবাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ,
এতিমের বাহু ভেঙে দিয়েছ।
১০ এজন্যই এখন তোমার চারপাশে ফাঁদ!
এজন্যই আকস্মিক বিভীষিকা তোমাকে বিহ্বল করে তোলে।
১১ এজন্যই তোমার আলো অন্ধকার হয়েছে, আর তুমি দেখতে পাচ্ছ না,
এজন্যই জলোচ্ছ্বাস তোমাকে নিমজ্জিত করেছে।

১২ ঈশ্বর কিন্তু কি ঊর্ধ্বলোকে থাকেন না?
তারকারাজির মাথা দেখ: সেগুলো কেমন উচ্চ!
১৩ অথচ তুমি নাকি বলছ, 'ঈশ্বর কী জানেন?
তমসার মধ্যে তিনি কি বিচার করতে পারেন?
১৪ ঘন মেঘ তাঁর অন্তরাল, তাই তিনি দেখতে পান না;
তিনি সেই গগনতলেই চলাচল করেন।'
১৫ তুমি কি সেকালের পথ ধরে চলবে,
যা ধরে চলেছিল যত শঠতাপূর্ণ মানুষ?
১৬ তাদের তো অকালেই কেড়ে নেওয়া হল,
তাদের ভিত বন্যায় ভেসে গেল।
১৭ তারা নাকি ঈশ্বরকে বলছিল, 'আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাও;
সেই সর্বশক্তিমান আমাদের বিরুদ্ধে কী করতে পারেন?'
১৮ অথচ তিনিই তাদের ঘর মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ করেছিলেন,
যদিও দুর্জনদের মতলব তাঁর কাছ থেকে বেশ দূরে ছিল।

১৯ তা দেখে ধার্মিকেরা আনন্দিত হয়,
নিরপরাধী ওদের ঠাট্টা করে বলে,
২০ 'হ্যাঁ, আমাদের বিরোধীরা এবার ধ্বংসিত হয়েছে,
তাদের যা কিছু বাকি রইল, তা আগুন গ্রাস করেছে।'
২১ তাই তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তবেই শান্তি পাবে,
তবেই পরম মঙ্গল তোমার কাছে আসবে।
২২ তাঁর মুখ থেকে নির্দেশবাণী গ্রহণ করে নাও,
তাঁর বচনগুলো হৃদয়ে গেঁথে রাখ।
২৩ তুমি যদি নত হয়ে সর্বশক্তিমানের কাছে ফের,
তোমার তাঁবু থেকে যদি অন্যায় দূরে রাখ,
২৪ তোমার সোনা যদি ধুলার হাতে ছেড়ে দাও,
ওফিরের সোনা যদি জলস্রোতের পাথরকুচির মধ্যে ফেলে রাখ,
২৫ তাহলে সর্বশক্তিমান নিজেই হবেন তোমার সোনা,
স্বয়ং তিনিই তোমার রাশি রাশি রুপোর তাল।
২৬ হ্যাঁ, তুমি তখন সেই সর্বশক্তিমানে আনন্দ ভোগ করবে,
ঈশ্বরের দিকে মুখ তুলে চাইবে।
২৭ তুমি তাঁকে মিনতি জানাবে আর তিনি সাড়া দেবেন,
আর তুমি তোমার ব্রতগুলি উদ্‌যাপন করতে পারবে।
২৮ তুমি যা কিছু করতে স্থির করবে, তা সফল হবে,
তোমার চলার পথে আলো উদ্ভাসিত হবে।
২৯ কারণ তিনি গর্বোদ্ধতের স্পর্ধা নত করেন,
কিন্তু যার চোখ অবনমিত, তিনি তার পরিত্রাণ সাধন করেন।
৩০ তিনি নিরপরাধীকে নিষ্কৃতি দেন,
তাই হাত শুদ্ধ রাখ, তবেই নিষ্কৃতি পাবে।

ঈশ্বর দূরবর্তী, অমঙ্গল-ই বিজয়ী

২৩যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

২ আজকের দিনেও আমার বিলাপ তিক্ত,
এখনও তাঁর হাত আমার হাহাকারের উপরে ভারী।
৩ আহা! যদি জানতাম, কোথায় আমি তাঁর উদ্দেশ পাব;
তাঁর সিংহাসন পর্যন্তই যদি যেতে পারতাম!
৪ তাহলে তাঁর সম্মুখেই আমার এই ব্যাপার ব্যক্ত করতাম,
আমার ওষ্ঠ আমার সমস্ত দাবিতে পূর্ণ হত।
৫ তিনি উত্তরে কি কি বলেন, তা আমি জানতে পারতাম,
তিনি আমাকে কী বলতে চান, তা আমি বুঝতে পারতাম।
৬ তিনি কি পরাক্রম দেখিয়েই আমার সঙ্গে তর্ক করতেন?
না! কিন্তু তবুও আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন।
৭ তবে তাঁর এই বিপক্ষকে ন্যায়বান বলে বিচার করতেন,
আর আমি আমার বিচারকের হাত থেকে চিরকালের মত রেহাই পেতাম।

৮ কিন্তু দেখ, আমি পুবে যাই, কিন্তু সেখানে তিনি নেই,
আমি পশ্চিমে যাই, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাই না।
৯ আমি উত্তরে তাঁর খোঁজ করি, কিন্তু তাঁর সন্ধান পাই না,
আমি দক্ষিণ দিকে ফিরি, কিন্তু তিনি অদৃশ্যই থাকেন।
১০ অথচ আমি যেই পথ ধরি না কেন, তিনি তা জানেন ;
তিনি আমাকে আগুনে যাচাই করলে
আমি নিখাদ সোনার মতই উত্তীর্ণ হব।
১১ আমার পদক্ষেপ তাঁর পদচিহ্নে লেগে আছে,
সরে না গিয়ে আমি তাঁর চলার পথ ধরে চলেছি ;
১২ তাঁর ওষ্ঠের আজ্ঞা ছেড়ে দূরে যাইনি,
তাঁর মুখের বচনগুলি হৃদয়ে গচ্ছিত রেখেছি।
১৩ কিন্তু তিনি একমনা ; কে তাঁকে ফেরাতে পারে ?
তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।
১৪ কোন সন্দেহ নেই ! আমার বিষয়ে যা স্থির করেছেন,
তা তিনি করবেনই করবেন,
এবং তেমন সঙ্কল্প তাঁর কাছে বহুই রয়েছে।
১৫ এজন্যই আমি তাঁর সামনে আতঙ্কিত ;
তেমন কথা ভেবে আমি তাঁর ভয়ে কম্পিত হই।
১৬ ঈশ্বর আমার সাহসটুকু নিঃশেষিত করেছেন,
সর্বশক্তিমান আমাকে আতঙ্কিত করেছেন ;
১৭ অন্ধকারের আগমনের জন্যই যে আমি অবসন্ন, এমন নয়,
ঘন তমসার আগমনের জন্যই যে আমি পতিত, এজন্যও নয়।

২৪ সর্বশক্তিমান কেন তাঁর বিচারের সময় নিরূপণ করেন না ?
তাঁর ভক্তেরা কেন তাঁর সেই দিনগুলি দেখতে পায় না ?
২ দুর্জনেরা জমির আল সরিয়ে দেয়,
তারা মেষপাল ছিনিয়ে নিয়ে তা চরিয়ে বেড়ায়।
৩ তারা এতিমের গাধা কেড়ে নেয়,
বিধবার বলদ বন্ধক রাখে।
৪ তারা নিঃস্বকে পথের বাইরে ঠেলে দেয়,
দেশের দীনহীনেরা লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়।
৫ দেখ, মরুপ্রান্তরের বন্য গাধার মত তারা কাজের জন্য বেরিয়ে পড়ে,
ভোর থেকেই খাবার খোঁজ করে বেড়ায়,
মরুভূমি তাদের সন্তানদের জন্য খাবার যুগিয়ে দেয়।
৬ এমন মাঠে শস্য কাটে, যে মাঠ তাদের নয়,
দুর্জনের আঙুরখেতে পড়ে থাকা গুচ্ছ জড় করে ;
৭ বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে রাত কাটায়,
শীত থেকে রক্ষা পাবার মত একটা কাপড়মাত্রও তাদের নেই।
৮ পর্বতমালার বৃষ্টিতে তারা ভেজে,

আশ্রয় না থাকায় শৈলের গায়ে শরণ নেয়।
৯ পিতৃহীনকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নেওয়া হয়,
দরিদ্রের অবলম্বন বন্ধকী দ্রব্য বলে রাখা হয়।
১০ তাই এরা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গ হয়ে বেড়ায়,
ক্ষুধার জ্বালায় শস্যের আটি বয়ে বেড়ায়;
১১ ওদের বাগানে জলপাই পেষাই করে,
আঙুরফল মাড়াই করে, তেষ্টায় ভোগে।
১২ শহর থেকে মুমূর্ষুদের হাহাকার শোনা যায়,
ক্ষতবিক্ষতদের প্রাণ সাহায্যের জন্য চিৎকার করে,
অথচ ঈশ্বর তাদের প্রার্থনায় মনোযোগ দেন না!

১৩ আছে তারা, যারা আলো-বিদ্রোহীর দল,
তারা তার কোনও গতিও জানে না,
তার কোনও পথেও চলে না।
১৪ দিনের আলো গেলেই নরঘাতক ওঠে,
সে দীনহীন ও নিঃস্বকে হত্যা করে,
রাত্রিকালে চোরের মতই ঘুরে বেড়ায়।
১৫ ব্যভিচারীর চোখও অন্ধকারে ওত পেতে থাকে,
সে ভাবে: কারও চোখ আমাকে দেখতে পাবে না;
আর ঢেকে রাখে নিজের মুখ।
১৬ তারা অন্ধকারে ঘরের সিঁধ কাটে,
দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে,
আলোর কথা শুনতেই চায় না।
১৭ তাদের সকলের পক্ষে মৃত্যু-ছায়াই হল তাদের প্রভাত,
তারা ঘোর অন্ধকারের ভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
১৮ অথচ তারা স্রোতের বেগে চালিত খড়কুটোর মত,
দেশে তাদের উত্তরাধিকারের অংশ অভিশাপের বস্তু,
তারা আঙুরখেতের পথে আর ফেরে না।

১৯ অনাবৃষ্টি ও গ্রীষ্মের কারণে যেমন বরফ মিলিয়ে যায়,
তেমনি—লোকে বলে—পাতাল পাপীকে মিলিয়ে দেয়।
২০ গর্ভ তাদের ভুলে যায়,
তারা কীটের সুস্বাদু খাদ্য,
তাদের কথা কারও স্মরণে থাকে না,
অন্যায় ছিন্ন হয় গাছের মত।
২১ বস্তুত নিঃসন্তান বন্ধ্যাকে সে অত্যাচার করে,
বিধবাকেও সে উপকার করে না।
২২ তখন, জোর করে যিনি ক্ষমতাশালীদের টেনে নিয়ে যান,
সেই ঈশ্বর উত্থিত হলেই কারও জীবনের আশা থাকে না।
২৩ তিনি তাকে আশ্রয় দিলে সে নির্ভয়ে থাকে,

কিন্তু অন্যদের আচরণের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন।
২৪ তারা কিছুকালের মত উচ্চ হয়, পরে আর থাকে না,
তাদের নত করা হয়—অন্য সকল মর্তমানুষের মত;
শিষের মাথার মতই ছিন্ন হয়।

২৫ তাই কি নয়? কে আমাকে মিথ্যাবাদী করবে?
কে আমার কথা শূন্যতায় পরিণত করবে?

ঈশ্বর সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে

২৫সুয়া-নিবাসী বিল্‌দাদ তখন একথা বললেন:

২ প্রভুত্ব ও সম্ভ্রম তাঁরই,
ঊর্ধ্বলোকে শান্তি-বিধাতা যিনি!
৩ তাঁর সৈন্যদল কি গণনা করা যায়?
তাঁর আলো কার্ উপরেই না ওঠে?
৪ তবে ঈশ্বরের দরবারে মর্তমানুষ কেমন করে ধার্মিক হবে?
নারী-সন্তান কেমন করে শুদ্ধ হবে?
৫ দেখ, তাঁর চোখে চাঁদও নিস্তেজ,
তারা-নক্ষত্রও নির্মল নয়;
৬ তবে এই কীট, এই মর্তমানুষ কী?
এই পোকা, এই আদমসন্তান কী?

ঈশ্বর মানুষের ধারণার অতীত

২৬যোব তখন উত্তর দিয়ে একথা বললেন:

২ বলহীনকে তুমি কেমন সাহায্য করেছ!
দুর্বল বাহুকে কেমন পরিত্রাণ করেছ!
৩ প্রজ্ঞাহীনকে কেমন সুমন্ত্রণা দিয়েছ!
কেমন বদান্যতার সঙ্গেই বুদ্ধি প্রকাশ করেছ!
৪ কার্ কাছেই বা তুমি কথা বলেছ?
তোমা থেকে কার্ আত্মা বাণী দিয়েছে?

৫ মৃতেরা কম্পান্বিত,
জলরাশি ও সেখানকার নিবাসীরা সকলে কম্পিত।
৬ ঈশ্বরের সামনে পাতাল অনাবৃত,
বিনাশ-জগৎ অনাচ্ছাদিত।
৭ তিনি শূন্যের উপরে উত্তরাংশ বিছিয়ে দেন,
অনস্তিত্বের উপরে পৃথিবীকে ঝুলিয়ে রাখেন।
৮ তিনি জলরাশিকে মেঘের মধ্যে আটকিয়ে রাখেন,
তবু সেই ভারে মেঘপুঞ্জ ফাটে না।
৯ তিনি নিজ চন্দ্রাসনের মুখ ঢেকে রাখেন,
তার উপর দিয়ে নিজ মেঘ বিস্তৃত করেন।

১০ তিনি জলরাশির উপরে চক্ররেখা টেনেছেন
অন্ধকার ও আলোর মধ্যদেশের সীমা পর্যন্ত।
১১ গগনতলের স্তম্ভগুলো কম্পিত হয়,
তাঁর ভর্ৎসনায় চম্‌কে ওঠে।
১২ তিনি তাঁর পরাক্রম গুণে সমুদ্রকে আলোড়িত করেন,
তাঁর সুবুদ্ধি দ্বারা রাহাবকে দমন করেন।
১৩ তাঁর ফুৎকারে আকাশ পরিষ্কার হয়,
তাঁরই হাত কুটিল সাপকে বিঁধিয়ে দেয়।
১৪ দেখ, এই কেবল তাঁর কর্মকীর্তির প্রান্ত;
তাঁর বিষয়ে মানুষ কাকলিমাত্র শুনতে পায়!
কিন্তু তাঁর পরাক্রমের গর্জন কে বুঝতে পারে?

ঈশ্বরের প্রতাপ স্বীকার করতে করতে যোব নিজেকে নির্দোষী সাব্যস্ত করেন

২৭যোব এবিষয়ে তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

২ জীবনময় ঈশ্বরের দিব্যি!—যিনি অগ্রাহ্য করেছেন আমার বিচার,
সেই সর্বশক্তিমানের দিব্যি!—যিনি তিক্ত করেছেন আমার প্রাণ,
৩ আমার মধ্যে যতদিন শ্বাস থাকবে,
আমার নাকে যতদিন ঈশ্বরের প্রাণবায়ু থাকবে,
৪ আমার ওষ্ঠ ততদিন অন্যায়-কথা বলবে না,
আমার জিহ্বাও প্রবঞ্চনার কথা উচ্চারণ করবে না!
৫ আমি কখনও বলব না যে, তোমরা ঠিক;
মৃত্যু পর্যন্ত আমি আমার সততা অস্বীকার করব না।
৬ আমার ধর্মময়তা আমি রক্ষা করব, ছাড়ব না,
আমি জীবিত থাকতে আমার বিবেক আমাকে ধিক্কার দেবে না।
৭ আমার শত্রুই বরং দুর্জন বলে গণ্য হোক,
আমার প্রতিদ্বন্দ্বীই অন্যায়কারী বলে সাব্যস্ত হোক।
৮ তোমরা কি একথা বল না: ভক্তিহীন উচ্ছিন্ন হলে,
ও পরমেশ্বর তার প্রাণ হরণ করলে তার আর কী আশা থাকে?
৯ তার উপরে যখন দুর্দশা নেমে পড়বে,
তখন ঈশ্বর কি তার চিৎকার শুনবেন?
১০ সে কি সর্বশক্তিমানে আমোদ পাবে?
সে কি অনুক্ষণ পরমেশ্বরকে ডাকবে?

১১ আমি ঈশ্বরের হাত বিষয়ে সঠিক উপদেশ দেব,
সর্বশক্তিমানের চিন্তা-ভাবনা তোমাদের কাছে গোপন রাখব না।
১২ দেখ, তোমরা সকলেই তা দেখতে পাচ্ছ,
তবে এই সমস্ত অসার কথা বলে কেন সময় নষ্ট কর?
১৩ এটিই ধূর্ত মানুষের জন্য ঈশ্বরের নির্ধারিত ভাগ্য,
এটিই দুর্দান্তের জন্য সর্বশক্তিমানের নিরূপিত উত্তরাধিকার।
১৪ তার যত সন্তান হোক না কেন, খড়্গই তাদের নিয়তি,

তার বংশধরদের জন্য তৃপ্তি পাবার মত খাদ্য থাকবে না;
১৫ বেঁচে থাকবে যারা, মড়কই তাদের কবর দেবে,
তাদের বিধবারা বিলাপ করার সুযোগ পাবে না।
১৬ সে যদিও ধুলার মত রুপো জমায়,
যদিও কাদামাটির মত পোশাক জড় করে,
১৭ তবু তা জড় করলেও ধার্মিকজনই সেই পোশাক পরবে,
নির্দোষী মানুষই সেই রুপো ভাগ ভাগ করে নেবে।
১৮ তার গাঁথা গৃহ কাঠপোকার বাসার মত,
খেত-রক্ষকের তৈরী কুঁড়ে ঘরের মত।
১৯ সে ধনী হয়ে শোয়, কিন্তু আর বেশিক্ষণের জন্য নয়;
সে চোখ খোলে—আর কিছুই নেই!
২০ দিনের বেলায় সন্ত্রাস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,
রাতে ঘূর্ণিঝড় তাকে উড়িয়ে নেয়;
২১ পুব-বাতাস তাকে তুলে নিয়ে চলে যায়,
তার স্থান থেকে তাকে দূরে উপড়ে ফেলে।
২২ ঈশ্বর তীর ছুড়ে ছুড়ে মারবেন, দয়া করবেন না;
সে তাঁর হাত এড়াতে চেষ্টা করে।
২৩ লোকে তার এই দশায় হাততালি দেয়,
তার বাসস্থান থেকে তার দিকে শিস দেয়।

প্রজ্ঞার প্রশংসাবাদ

২৮ অবশ্য, রুপোর খনি আছে,
সোনারও নিখাদ হওয়ার স্থান আছে;
২ লোহা মাটি থেকে বের করা হয়,
পাথর গলিয়ে দিলে পিতল পাওয়া যায়।
৩ মানুষ অন্ধকারের একটা সীমা রাখে,
অন্ধকারময় ঘন তমসার মধ্যে
সে চরম প্রান্ত পর্যন্তই কালো পাথর খনন করে।
৪ মানুষ যেখানে পা বাড়াতেও ভুলে গেছে,
সেইখানে, লোকালয় থেকে দূরান্ত স্থানে তারা গর্ত খোঁড়ে,
লোকদের কাছ থেকে দূরেই ঝুলে তারা দুলতে থাকে।
৫ যে মাটি থেকে শস্যের উৎপত্তি হয়,
নিচের সেই মাটি হল সর্বনাশা আগুনের স্থান।
৬ সেই মাটির পাথর হল নীলকান্তমণির জন্মস্থান,
সেই মাটির ধুলায় রয়েছে সোনা।
৭ তেমন পথ চিলের অজানা,
শকুনের চোখেরও অগোচর।
৮ হিংস্র কোন পশু সেই পথ পায়ে মাড়ায় না,
কোন সিংহও সেখানে কখনও হেঁটে বেড়ায়নি।

৯ মানুষ শৈলে আঘাত হানে,
পাহাড়পর্বতকে সমূলে উল্টিয়ে ফেলে,
১০ শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,
বহুমূল্য সবকিছুর উপরে চোখ নিবদ্ধ রাখে,
১১ নদনদীর উৎসের আবিষ্কারে ঘুরে বেড়ায়,
গুপ্ত যা কিছু আছে, সে তা আলোয় আনে।
১২ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে বের করা হয়?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?

১৩ মানুষ তো সেদিকের পথ জানেই না,
জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।
১৪ অতল গহ্বর স্পষ্টই বলে, তা আমাতে নেই;
সমুদ্রও স্পষ্ট বলে, আমার কাছেও তা নেই।
১৫ সবচেয়ে খাঁটি সোনার বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না,
কোন রুপোর তাল মেপেও তা কেনা যায় না।
১৬ ওফিরের সোনার সঙ্গেও তার মূল্য তুলনা করা হয় না,
বহুমূল্য সেই গোমেদক ও নীলকান্তমণির সঙ্গেও নয়।
১৭ সোনা ও স্বচ্ছ কাচ তার সমতুল্য হয় না,
খাঁটি সোনার পাত্রের সঙ্গেও তার বিনিময় হয় না।
১৮ প্রবাল ও স্ফটিকের নামও উল্লেখ করা বৃথা,
সমুদ্রের যত মুক্তার চেয়ে প্রজ্ঞারই আবিষ্কার করা শ্রেয়।
১৯ ইথিওপিয়ার পীতমণির সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না,
সোনা খাঁটি হলেও মূল্যহীন।
২০ কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?

২১ সকল প্রাণীর চোখের কাছ থেকে তা গুপ্ত,
আকাশের পাখিদের কাছ থেকেও তা লুক্কায়িত।
২২ বিনাশ ও মৃত্যু মিলে বলে,
‘আমরা নিজেদের কানেই তার খ্যাতির কথা শুনেছি।’
২৩ কেবল ঈশ্বরের কাছেই তার পথ জানা,
কেবল তিনিই জানেন, তা কোথায় পাওয়া যায়;
২৪ কারণ তিনি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন,
গগনতলের নিচে যা কিছু আছে, তিনি তা সবই দেখতে পান।
২৫ তিনি যখন বাতাসের ওজন নির্ধারণ করলেন,
যখন জলরাশিকে একটা সীমানার মধ্যে সঙ্কুচিত রাখলেন,
২৬ তিনি যখন বৃষ্টির নিয়ম নির্ধারণ করলেন,
যখন বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের পথ স্থির করলেন,
২৭ তখন তিনি প্রজ্ঞা দেখলেন, তার মূল্যায়ন করলেন,
তা ধারণ করলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তা তলিয়ে দেখলেন;
২৮ পরে মানুষকে বললেন, ‘দেখ, প্রভুকে ভয় করা, এই তো প্রজ্ঞা,

অধর্ম থেকে সরে যাওয়া, এই তো সদ্বিবেচনা।'

সেদিনের সুখ

২৯যোব এবিষয়ে তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

২ আহা! যদি আমি সেইমত আবার হতে পারতাম,
আগেকার মাসগুলিতে যেমন ছিলাম!
সেই দিনগুলিতেই, যখন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করতেন!
৩ হ্যাঁ, সেসময়ে আমার মাথার উপরে তাঁর প্রদীপ জ্বলতে থাকত,
তাঁর আলোতে আমি অন্ধকারেও চলতে পারতাম।
৪ আমি যদি সেই শস্য-কাটার সময় আবার দেখতে পেতাম,
যখন ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আমার তাঁবুর উপর বিরাজ করত!
৫ সর্বশক্তিমান তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন,
আমার সন্তানেরাও আমার চারপাশে ছিল!
৬ সেসময়ে আমি দুধেই পা ধুয়ে নিতাম,
শৈল থেকে তেল নদীর মতই বয়ে যেত।
৭ সেসময়ে আমি নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে যেতাম,
সেই খোলা জায়গায় আমার আসন পেতে দিতাম;
৮ আমাকে দেখে যুবকেরা পাশে সরে যেত,
প্রবীণেরা পায়ে উঠে দাঁড়াতেন;
৯ গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও কথা বলা বন্ধ করতেন,
নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে থাকতেন।
১০ সমাজনেতারা নীরব হয়ে পড়তেন,
তাঁদের জিহ্বা তালুতে লেগে থাকত;

১১ যারা আমাকে শুনত, তারা আমাকে সুখী বলত,
যারা আমাকে দেখত, তারা আমার প্রশংসাবাদ করত,
১২ কারণ দুঃখী চিৎকার করলে আমি তাকে সাহায্যদান করতাম,
এতিম ও অসহায়কে উদ্ধার করতাম।
১৩ মরণাপন্নের আশীর্বাদ আমার উপরে নেমে আসত,
বিধবার অন্তরে আমি আনন্দ সঞ্চার করতাম।
১৪ আমি পোশাকরূপে ধর্মময়তা পরতাম,
আমার ন্যায়নিষ্ঠা ছিল আমার আলোয়ান ও আমার মাথার পাগড়ি।
১৫ আমি ছিলাম অন্ধের চোখ,
ছিলাম খোঁড়ার পা;
১৬ আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা,
অপরিচিতের বিবাদ তদন্ত করতাম;
১৭ দুষ্কর্মার চোয়াল ভেঙে দিতাম,
তার দাঁত থেকে শিকার ছিনিয়ে নিতাম।
১৮ ভাবতাম: আমি নিজ বাসার মধ্যেই মরব,
আমার দিন বালুকণার মত বহুসংখ্যক হবে।

১৯ আমার মূল জল পর্যন্ত বিস্তৃত,
রাতে আমার শাখায় শিশিরপাত করে;
২০ আমার গৌরব নিত্যসতেজ থাকবে,
আমার ধনুক আমার হাতে নিত্যদৃঢ় থাকবে।

২১ লোকে প্রত্যাশার সঙ্গেই আমার কথা শুনত,
আমার সুমন্ত্রণার জন্য নীরব থাকত।
২২ আমার কথার পরে তারা প্রতিবাদ করত না,
আমার বচনগুলো তাদের উপরে ফোঁটা ফোঁটা পড়ত।
২৩ যেমন বৃষ্টির, তেমন আমারই প্রতীক্ষায় তারা থাকত,
যেন শেষ বর্ষার জন্য তারা হা করে থাকত।
২৪ আমি তাদের প্রতি হাসিমুখ দেখালে তারা বিশ্বাস করত না,
আমার মুখের আলো সাগ্রহে গ্রহণ করত।
২৫ আমি তাদের পথ দেখাতাম, প্রধান হিসাবে আসন নিতাম,
সৈন্যদলের মধ্যে যেমন রাজা, তেমনিই থাকতাম,
শোকার্তদের সান্ত্বনাদানকারীর মতই থাকতাম।

বর্তমান দুরবস্থা

৩০ এখন কিন্তু যারা আমার চেয়ে অল্পবয়সী,
তারা আমাকে নিয়ে উপহাস করে;
অথচ অবজ্ঞায় আমি তাদের পিতাদের
আমার মেষপালের কুকুরদের সঙ্গেও রাখতাম না!
২ তাদের হাতের বলে আমার কী উপকার?
তাদের তেজ তো গেল!
৩ অভাবে ও ক্ষুধায় অসাড় হয়ে
তারা উৎসন্ন শূন্যভূমি ঘুরে ঘুরে
জলহীন প্রান্তরে জাবর কাটে।
৪ তারা ঝোপের কাছে তিক্ত শাক তোলে,
রোতনগাছের শিকড়ই তাদের খাদ্য।
৫ তারা মানবসমাজ থেকে বিতাড়িত,
যেমন চোরের পিছু পিছু, তেমনি তাদের পিছু পিছু লোকে চিৎকার করে;
৬ তাই তারা ভয়ঙ্কর উপত্যকায় বাস করতে বাধ্য,
পৃথিবীর গুহায় ও শৈল-ফাটলে থাকতে বাধ্য।
৭ তারা ঝোপের মধ্য থেকে গর্জন করে,
জঙ্গলের মধ্যে সমবেত হয়।
৮ তারা মূর্খের জাত, এমনকি অনামা মানুষের সন্তান;
মাটির চেয়েও তারা অধিক পদদলিত।

৯ অথচ আমি এখন তাদের গানের বিষয় হয়েছি,
হ্যাঁ, তাদের রূপকথার বিষয় হয়েছি!
১০ বিতৃষ্ণা-ভরে তারা আমা থেকে দূরে থাকে,

আমার মুখে থুথু ফেলতেও ক্ষান্ত হয় না।
১১ তিনি আমার ছিলা খুলে আমাকে নত করেছেন,
তাই তারা আমার সামনে বল্গা ছেড়ে দিয়েছে।
১২ সাপের ওই বাচ্চারা আমার ডানে রুখে দাঁড়ায়,
চলার পথে আমাকে ঠেলা দেয়,
আমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র খাটাতে ব্যস্ত থাকে।
১৩ তারা আমার পথ ধ্বংস করেছে,
আমার সর্বনাশের জন্য মতলব আঁটে,
তাদের রোধ করবে এমন কেউ নেই!
১৪ যেন প্রাচীরের বিরাট ছিদ্রের মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে আসে,
আর আমি তেমন ধ্বংসস্তূপের নিচে টলে যাই।
১৫ যত বিভীষিকা সবদিক দিয়ে আমার সম্মুখীন,
আমার দৃঢ় আস্থা বাতাসের মত উবে গেল,
আমার ত্রাণের আশা মেঘের মত কেটে গেল।

১৬ এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে ক্ষয় হচ্ছে,
দুঃখের দিনগুলো আমাকে আঁকড়ে ধরছে।
১৭ রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়,
আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না।
১৮ তাঁর প্রবল শক্তির আঘাতে আমার পোশাক জীর্ণ হয়,
তিনি আমার জামার কলার ধরে আমার গলা এঁটে ধরেন।
১৯ তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন,
এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

২০ আমি তোমার কাছে চিৎকার করি, কিন্তু তুমি সাড়া দাও না;
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু তুমি লক্ষও কর না।
২১ আমার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ,
তোমার শক্ত হাতে আমাকে পীড়ন করছ;
২২ তুমি আমাকে তুলে ঝড়ো-বাতাসের পিঠে চড়াচ্ছ,
ঝড়-ঝঞ্ঝায় আমায় বিক্ষিপ্ত করছ।
২৩ আমি তো জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছ,
সমস্ত জীবিতের মিলন-স্থানেই নিয়ে যাচ্ছ।

২৪ তিনি একবার হাত বাড়ালে তাঁকে ডাকায় কোন লাভ নেই,
যদিও তাঁর কশার আঘাতে মানুষ সাহায্য চেয়ে চিৎকার করে।
২৫ বিপদগ্রস্তের জন্য আমি কি চোখের জল ফেলতাম না?
নিঃস্বের জন্য কি শোকার্ত হতাম না?
২৬ অথচ আমি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু অমঙ্গল ঘটল,
আলোর প্রতীক্ষায় ছিলাম, কিন্তু এল অন্ধকার।
২৭ আমার অন্ত্র জ্বলতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না,
দুঃখের দিন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

২৮ আমি এগিয়ে যাচ্ছি কৃষ্ণবর্ণ হয়ে, কিন্তু রোদের কারণে নয়,
আমার আর্তনাদ শোনাবার জন্যই জনসমাবেশে উঠে দাঁড়াই।
২৯ আমি শিয়ালদের ভাই হয়েছি,
হয়েছি উটপাখিদের সাথী।
৩০ আমার চামড়া কৃষ্ণবর্ণ হয়েছে, খসে পড়ছে,
আমার হাড় উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে।
৩১ আমার বীণার সুর হাহাকারে পরিণত,
বিলাপগানেই পরিণত আমার বাঁশির সুর।

আত্মপক্ষসমর্থন

৩১ আমি আমার চোখের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম,
কোন কুমারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব না।
২ এখন, ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর আমার জন্য কী ভাগ্য নিরূপণ করছেন?
উপর থেকে তিনি আমার জন্য কী অধিকার স্থির করছেন?
৩ সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়?
দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?
৪ তিনি কি আমার পথ দেখেন না?
আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
৫ আমি যদি মিথ্যার সহচর হয়ে থাকি,
আমার পদক্ষেপ যদি ছলনার পথে দৌড়ে থাকে,
৬ তবে তিনি ধর্মময়তার তুলাদণ্ডেই আমাকে রাখুন,
তখন ঈশ্বর আমার সততা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন!
৭ আমার পদক্ষেপ যদি বিপথে গিয়ে থাকে,
আমার হৃদয় যদি আমার চোখের অনুগামী হয়ে থাকে,
আমার হাতে যদি কোন কলঙ্ক লেগে থাকে,
৮ তবে আমি বুনলে অপরেই ফল ভোগ করুক,
আমার যত চারাগাছও উপড়ে ফেলা হোক।
৯ আমার হৃদয় যদি কোন নারীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে,
আমার প্রতিবেশীর দরজায় আমি যদি উঁকি মেরে থাকি,
১০ তবে আমার বধূ অপরের জাঁতা ঘুরাক,
অন্য লোকে তাকে ভোগ করুক।
১১ কেননা তেমন কাজ জঘন্যই কাজ,
তা এমন অপরাধ, যা বিচারকদের দ্বারা দণ্ডনীয়;
১২ তা এমন আগুন, যা সর্বনাশ পর্যন্তই গ্রাস করে;
তবে তেমন আগুন আমার সমস্ত শস্যও নিঃশেষে ধ্বংস করত।
১৩ আমার কোন দাস-দাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে
আমি বিচারে যদি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে থাকি,
১৪ তবে ঈশ্বর যখন উঠে দাঁড়াবেন, আমি তখন কী করব?
তিনি যখন ব্যাপার অনুসন্ধান করবেন, তখন আমি কী উত্তর দেব?
১৫ যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে গড়েছেন, তিনি কি তাদেরও গড়েননি?

একইজন কি মাতৃগর্ভে আমাদের গঠন করেননি?

১৬ আমি দরিদ্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে কখনও বঞ্চিত করিনি,
বিধবার চোখও ক্ষীণ হয়ে আসতে দিইনি;
১৭ এতিমকেও আমার খাবারের একটা অংশ না দিয়ে
আমি এক টুকরো রুটিও কখনও একা খাইনি,
১৮ কারণ ঈশ্বর ছেলেবেলা থেকে পিতারই মত আমাকে লালন-পালন করেছেন,
মাতৃগর্ভে থাকাকাল থেকে আমাকে চালনা করেছেন।
১৯ আমি কি বস্ত্রহীন এমন দুর্ভাগাকে কখনও দেখেছি,
কিংবা গায়ে দেওয়ার মত কিছু নেই এমন নিঃস্বকে
আমি কি কখনও দেখেছি,
২০ যারা অন্তর থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করেনি,
কিংবা আমার মেষশাবকদের লোমে নিজেদের দেহ গরম করেনি?
২১ নগরদ্বারে আমার কোন পক্ষসমর্থককে দে'খে
আমি যদি কোন এতিমের উপর হাত বাড়িয়ে থাকি,
২২ তবে আমার কাঁধের হাড় খসে পড়ুক,
আমার বাহুর কনুই ভেঙে যাক!
২৩ কেননা ঈশ্বরের শাস্তি আমার অন্তরে ভয় জাগাত,
তাঁর মহত্ত্বের সামনে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না।

২৪ আমি যদি সোনায় আমার আশা রাখতাম,
খাঁটি সোনাকেও যদি বলতাম: তুমিই আশ্রয় আমার;
২৫ আমার বিপুল সম্পদের উপর,
বা নিজ হাতে অর্জিত ধনের উপর যদি আনন্দ করতাম;
২৬ তেজস্বী সূর্য দেখে
বা জ্যোৎস্না-বিহারী চাঁদ দেখে
২৭ আমার হৃদয় যদি গোপনে তাতে মুগ্ধ হত,
এবং মুখে হাত দিয়ে আমি যদি সেগুলোকে চুম্বন করতাম,
২৮ তবে তাও বিচারের যোগ্য অপরাধ হত,
কেননা তাতে ঊর্ধ্ববাসী সেই ঈশ্বরকেই অস্বীকার করতাম।
২৯ আমার শত্রুর বিপদে আমি কি আনন্দ করেছি?
তার অমঙ্গলে কি মেতে উঠেছি?
৩০ বরং আমার মুখকে আমি পাপ করতে দিইনি,
অভিশাপ দিয়েও তার মৃত্যু যাচ্‌না করিনি।
৩১ আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না:
যোবের দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?
৩২ বিদেশী মানুষ খোলা মাঠে রাত কাটাত না,
পথিকদের জন্য আমি দরজা খুলে রাখতাম।
৩৩ আমি কি আদমের মত আমার অধর্ম ঢেকেছি?
আমার অপরাধ কি বুকে লুকিয়ে রেখেছি?

৩৪ আমি কি বিপুল জনতার ভিড় এত ভয় করেছি,
গোষ্ঠীদের বিদ্রূপে কি এত উদ্বিগ্ন হয়েছি যে,
চুপ করে দরজার বাইরে যেতাম না?

৩৫ হায় হায়! কেউই কি আমার কথা শুনবে না?
এই যে, আমার স্বাক্ষর! সর্বশক্তিমান নিজেই এখন উত্তর দিন!
আমার সেই প্রতিবাদী আমার বিরুদ্ধে যে দোষপত্র লিখেছেন,
৩৬ অবশ্য আমি তা নিজের কাঁধে বয়ে নেব,
নিজের ভূষণ বলেই তা মাথায় বাঁধব।
৩৭ আমি তাঁকে আমার সমস্ত পদক্ষেপের হিসাব দেব,
রাজপুরুষের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব!

৩৮ আমার ভূমি যদি আমার বিরুদ্ধে হাহাকার করে,
তার সঙ্গে তার হালও মিলে যদি চোখের জল ফেলে,
৩৯ আমি যদি অর্থ না দিয়ে তার ফল ভোগ করে থাকি,
যদি তার অধিকারীদের প্রাণহানির কারণ হয়ে থাকি,
৪০ তবে গমের জায়গায় কাঁটাই উৎপন্ন হোক,
যবের জায়গায় আগাছাই উদ্ভূত হোক!

এইখানে যোবের কথার সমাপ্তি।

এলিহুর বাণী

৩২সেই তিনজন মানুষ যোবের সঙ্গে তর্ক বন্ধ করলেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তার পক্ষসমর্থন
করতেন। ২ তখন রাম-গোত্রের বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহুর ক্রোধ জ্বলে উঠল। যোবের
বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ যোব দাবি করছিলেন, ঈশ্বর নন, তিনিই ঠিক! ৩ তাঁর
তিনজন বন্ধুর বিরুদ্ধেও তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ তাঁরা যোবকে উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারায়
ঈশ্বরকেই দোষী করেছিলেন। ৪ সেই তিনজন যোবের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এই এলিহু
অন্যান্যদের চেয়ে কম বয়সী হওয়ায় অপেক্ষা করেছিলেন; ৫ কিন্তু যখন দেখলেন, সেই তিনজনের
মুখে উত্তর দেওয়ার মত আর কিছু নেই, তখন এলিহু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

৬ বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহু তখন কথা বলতে লাগলেন; তিনি বললেন:

আমি তো যুবক, আপনারা প্রাচীন,
তাই আপনাদের প্রতি সম্মানের খাতিরে
আপনাদের কাছে আমার অভিমত প্রকাশ করতে ভয় করছিলাম।
৭ আমি ভাবছিলাম: বয়সই কথা বলবে,
বার্ধক্যই প্রজ্ঞা শেখাবে।
৮ কিন্তু মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে, সেই আত্মা,
সর্বশক্তিমানের সেই প্রেরণাই মানুষকে সদ্বিবেচক করে।
৯ প্রাচীন বলে প্রাচীনেরাই যে প্রজ্ঞাবান, তা নয়,
প্রবীণেরাই যে সবসময় ন্যায় নির্ণয় করেন, তাও নয়।
১০ তাই আমি বলি: আমার কথা শুনুন,
আমিও আমার মত ব্যক্ত করি।

১১ দেখুন, আমি আপনাদের কথার দিকে ঝুঁকে ছিলাম,
আপনাদের যুক্তিতে কান দিলাম।
যতক্ষণ ধরে আপনারা যুক্তির খোঁজে বেড়াচ্ছিলেন,
১২ ততক্ষণ ধরে আমি আপনাদের কথায় মনোযোগ দিলাম।
কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেউই যোবের মন জয় করতে পারেননি,
আপনাদের মধ্যে কেউই তাঁর কথার প্রকৃত উত্তর দেননি।
১৩ তবে একথা বলবেন না: আমরা প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছি,
কিন্তু ঈশ্বরই ওঁকে পরাস্ত করুন, মানুষ নয়!
১৪ আর যখন ইনি আমার প্রতি কোন কথা উচ্চারণ করেননি,
তখন আমিও আপনাদের কথা দিয়ে তাঁকে উত্তর দেব না।

১৫ তাঁরা বিহ্বল, আর উত্তর দিচ্ছেন না,
বলার মত তাঁদের আর কথা নেই।
১৬ আমি অপেক্ষা করেছি, কিন্তু তাঁরা যখন আর কিছুই বলেন না,
যখন বিনা উত্তরে এমনি বসে আছেন,
১৭ তখন আমিও আমার পক্ষ থেকে কিছুটা বলব,
আমিও আমার মত ব্যক্ত করব।
১৮ কেননা অনুভব করছি যে, আমি কথায় পরিপূর্ণ,
আমার অন্তরে যে আত্মা, তা আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে।
১৯ দেখুন, আমার মধ্যে তা গন্ডিবদ্ধ নতুন আঙুররসের মত,
এমন আঙুররসের মত যা নতুন কুপো ফাটিয়ে দিচ্ছে।
২০ আমি কথা বলব, বললে স্বস্তি পাব,
আমি ওষ্ঠ খুলে উত্তর দেব।
২১ আমি কারও মুখাপেক্ষা করব না,
কাউকে তোষামোদ করব না,
২২ কেননা আমি তোষামোদ করতে জানি না,
করলে, তবে আমার নির্মাতা অল্পকালের মধ্যে আমাকে নিশ্চিহ্ন করতেন।

যোবের অন্যায়বিচার

৩৩ তবে, যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন,
আমার সমস্ত কথায় কান দিন।
২ দেখুন, আমি মুখ খুলছি,
আমার তালুর মধ্যে আমার জিহ্বা কথা বলছে।
৩ আমার হৃদয়ের সরলতাই কথা বলবে,
আমার ওষ্ঠে স্পষ্ট কথা ফুটবে।
৪ ঈশ্বরের আত্মা আমাকে গড়েছে,
সর্বশক্তিমানের ফুৎকার আমাকে জীবন দিয়েছে।
৫ আপনি পারলে আমাকে উত্তর দিন,
নিজের বক্তব্য প্রস্তুত করুন, তৈরি হোন।
৬ দেখুন, ঈশ্বরের সামনে আমিও আপনার মত,

আমাকেও মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে।
৭ তাই আমাকে ভয় করার আপনার কোন কারণ নেই,
আমার হাত আপনার উপর ভারী হবে না।

৮ আপনি আমার কানে একথাই শুধু শুধু শুনিয়ে আসছেন যে,
—হ্যাঁ, আমি তো আপনার কথার সুর ভালই শুনতে পেয়েছি!—
৯ 'আমি শুদ্ধ, আমি নিষ্পাপ,
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি নিরপরাধী;
১০ অথচ তিনি আমার বিরুদ্ধে ছুতার পর ছুতা উত্থাপন করছেন,
আমাকে তাঁর শত্রু বলে গণ্য করছেন;
১১ আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছেন,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছেন।'
১২ দেখুন, এবিষয়ে—আমি আপনাকে বলছি—আপনি ঠিক নন;
কেননা মানুষের চেয়ে ঈশ্বর মহান।
১৩ তাই তাঁর প্রতি কেনই বা আপনার এই অসন্তোষ
তিনি যদি আপনার প্রতিটি কথার উত্তর না দেন?

১৪ যেই প্রকারে হোক ঈশ্বর কথা বলেন,
কিন্তু কেউ মন দেয় না!
১৫ স্বপ্নে ও রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মানুষের উপরে ঘোর নিদ্রা নেমে পড়ে,
মানুষ যখন শয্যায় শুয়ে পড়ে,
১৬ তখন তিনি মানুষের কান খুলে দেন,
দুঃস্বপ্নে তাকে আতঙ্কিত করেন,
১৭ যেন তিনি মানুষকে তার অপকর্ম থেকে ফেরাতে পারেন,
যেন অহঙ্কার থেকে তাকে দূরে রাখতে পারেন;
১৮ এইভাবে তিনি গহ্বর থেকে তার প্রাণ,
মৃত্যু-নদী থেকে তার জীবন রক্ষা করেন।

১৯ তিনি ব্যথার মধ্য দিয়ে রোগ-শয্যায় তাকে শাসন করেন,
হ্যাঁ, সেই সময়েই, যখন মানুষের হাড় নিরন্তর নিপীড়িত,
২০ যখন খাবারের চিন্তাও তার বিতৃষ্ণা জন্মায়,
সুস্বাদু খাদ্যও তার রুচি জাগায় না,
২১ যখন দেখতে না দেখতেই তার দেহ ক্ষয় হয়ে যায়,
তার চামড়ার নিচের হাড় চোখে পড়ে,
২২ যখন তার প্রাণ গহ্বরের কাছাকাছি হয়,
তার জীবন মৃতদের আবাসের দিকে এগিয়ে চলে।
২৩ কিন্তু যদি তার সঙ্গে এক স্বর্গদূত থাকেন,
এক মধ্যস্থ, হাজারের মধ্যে একজন,
যিনি মানুষকে তার কর্তব্য দেখান,
২৪ তবে উনি তাঁর প্রতি দয়া দেখিয়ে বলুন:

‘গহ্বরে নেমে যাওয়া থেকে একে রেহাই দাও,
আমি তার জন্য মুক্তিমূল্য পেলাম।’
২৫ তবেই তার মাংস বালকের মাংসের চেয়েও সতেজ হবে,
সে যৌবনকাল ফিরে পাবে।
২৬ সে পরমেশ্বরের কাছে মিনতি জানাবে যিনি তার প্রতি প্রসন্ন হলেন,
ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করে সে আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বে,
আর তিনি মর্তমানুষকে তার ধর্মময়তা ফিরিয়ে দেবেন।
২৭ সে মানুষদের কাছে গান গেয়ে বলবে :
‘আমি পাপ করেছিলাম, ন্যায় বিকৃত করেছিলাম,
কিন্তু আমার কাজের যোগ্য প্রতিফল আমাকে দেওয়া হয়নি ;
২৮ তিনি গহ্বর থেকে আমাকে রেহাই দিলেন,
তাই আমার জীবন আবার আলোর দর্শন পাচ্ছে।’

২৯ দেখুন, ঈশ্বর মানুষের জন্য এই সমস্ত কিছু সাধন করেন,
দু’বার, তিনবার করেন
৩০ গহ্বর থেকে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য,
জীবিতদের আলোতে তা আলোময় করার জন্য।
৩১ যোব, মনোযোগ দিন, আমার কথা শুনুন ;
নীরব থাকুন, আমার আরও বলার আছে।
৩২ কিন্তু যদি আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, উত্তর দিন ;
বলুন, কেননা আমি দেখতে চাই, আপনি নির্দোষী বলেই গণ্য।
৩৩ যদি বলার মত কিছু না থাকে, তবে আমার কথা শুনুন,
নীরব হোন, আমি আপনাকে প্রজ্ঞা শেখাব।

এতক্ষণে কেউই ঈশ্বরের পক্ষে যথার্থ কথা বলেনি

৩৪এলিহু বলে চললেন :

২ প্রজ্ঞাবান সকলে, আমার কথা শুনুন ;
জ্ঞানবান সকলে, আমার বচনে কান দিন,
৩ কেননা মুখের তালু যেমন নানা খাদ্যের নানা স্বাদ পায়,
তেমনি কান কথা নির্ণয় করে।
৪ আসুন, যা ন্যায়, তা বিচার-বিবেচনা করি,
মঙ্গল কি, আমাদের নিজেদের মধ্যে তা নিশ্চিত করি।

৫ দেখুন, যোব বললেন, ‘আমি নিরপরাধী,
কিন্তু ঈশ্বর আমার ন্যায্য অধিকার অবহেলা করেন ;
৬ আমার অধিকারের বিরুদ্ধে আমি মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত,
নির্দোষী হয়েও আমি এমন আঘাতে আঘাতগ্রস্ত, যা নিরাময়ের অতীত।’
৭ যোবের মত কেইবা আছে?
তিনি তো জলের মতই উপহাস পান করেন,
৮ দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে চলেন,

ধূর্তদের সঙ্গে পথ চলেন।
৯ কেননা তিনি বলেছেন : 'পরমেশ্বরের প্রসন্নতার পাত্র হওয়ায়
মানুষের কিছুই লাভ নেই।'

১০ সুতরাং, হে বুদ্ধিমান সকলে, আমার কথা শুনুন :
এ দূরের কথা যে, ঈশ্বর দুষ্কর্ম করবেন,
সর্বশক্তিমান অন্যায় করবেন!
১১ কারণ তিনি মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেন,
মানুষের আচরণ অনুযায়ী তার দশা ঘটান।
১২ তিনি যে অন্যায় করবেন, তা ধারণার অতীত,
সর্বশক্তিমান তো ন্যায়বিচার বিকৃত করেন না!
১৩ কেইবা তাঁকে পৃথিবীর কর্তৃত্বভার দিল?
কে তাঁর হাতে তুলে দিল সমগ্র জগতের শাসনভার?
১৪ তাঁর যদি এমন সঙ্কল্প থাকত যে,
তিনি নিজের আত্মা ও প্রাণবায়ু নিজের কাছে ফিরিয়ে আনবেন,
১৫ তবে সমস্ত মানবকুল একনিমেষেই মরত,
এবং মানুষ আবার ধুলায় ফিরে যেত।
১৬ আপনার যদি সদ্বিবেচনা থাকে, তবে একথা শুনুন,
আমার বচনে কান দিন।
১৭ যে ন্যায়বিরোধী, সে কি শাসন করবে?
আপনি কি সেই ধর্মময় ও পরাক্রমীকে দোষী করবেন?

১৮ রাজাকে কি বলা যায়, আপনি পাপিষ্ঠ?
নেতৃবৃন্দকে কি বলা যায়, আপনারা দুর্জন?
১৯ তিনি তো ক্ষমতাশালীদেরও মুখাপেক্ষা করেন না,
দরিদ্রের চেয়ে ধনীকেও নিজের প্রীতির পাত্র করেন না,
কেননা তারা সকলেই তাঁর হাতের রচনা।
২০ তারা একনিমেষে মরে, মধ্যরাতেই মরে,
প্রতাপশালীরা বিলুপ্ত হয়ে মিলিয়ে যায়,
বিনা কষ্টেই পরাক্রমীদের সরিয়ে দেওয়া হয়।
২১ কেননা তিনি মানুষের পথে দৃষ্টি রাখেন,
তার সমস্ত পদক্ষেপ লক্ষ করেন।
২২ এমন অন্ধকার বা মৃত্যু-ছায়া নেই,
যেখানে দুষ্কৃতকারীরা লুকোতে পারে।
২৩ কেননা ঈশ্বরের বিচারমঞ্চে দাঁড়াবার জন্য
মানুষের পক্ষে স্থিরীকৃত কোন বিশেষ কাল নেই।
২৪ তিনি কিছুই তদন্ত না করে ক্ষমতাশালীদের খণ্ড খণ্ড করেন,
আর তাদের স্থানে অন্যদের দাঁড় করান।
২৫ তিনি তাদের কর্ম জানেন বলেই
রাতে তাদের উল্টিয়ে ফেলেন আর তারা চূর্ণ হয়।

২৬ তারা দুর্জন বলেই তিনি তাদের প্রহার করেন,
সকলের দৃষ্টিগোচরেই করেন ;
২৭ কারণ তারা তাঁর অনুসরণে ক্ষান্ত হয়ে পিঠ ফেরাল,
তাঁর সমস্ত পথ অবহেলা করল,
২৮ ফলে তারা তাঁর কাছে আনাল গরিবের চিৎকার,
তাঁকে শুনিয়ে দিল দুঃখীদের হাহাকার।

২৯ তিনি মৌন থাকলে কে তাঁকে দোষ আরোপ করতে পারে?
তিনি শ্রীমুখ ঢাকলে কে তাঁর দর্শন পেতে পারে?
অথচ তিনি জাতিগুলির বা ব্যক্তির উপরে চোখ রাখেন,
৩০ ভক্তিহীন মানুষ যেন রাজত্ব না করে,
জনগণকে ফাঁদে ফেলতে যেন কেউ না থাকে।
৩১ ধরুন, কেউ ঈশ্বরকে বলে :
'আমি অপরাধী, আর পাপ করব না ;
৩২ আমাকে উদ্বুদ্ধ কর, যেন দেখতে পাই ;
যদি অন্যায় করে থাকি, আর করব না।'
৩৩ তাই আপনার বিবেচনায় কি তেমন মানুষকে শাস্তি দেওয়া উচিত?
আমি তো জানি, এসব কিছু নিয়ে আপনি শুধু হাসেন!
কাজেই যেহেতু সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনারই ব্যাপার, আমার নয়,
সেহেতু আপনি যা জানেন, তা-ই বলুন।
৩৪ বুদ্ধিমান লোকেরা আমাকে একথা বলবেন,
আমার কথা শুনে প্রজ্ঞাবান মানুষেরাও মিলে বলবেন :
৩৫ 'যোব কিছু না জেনেই কথা বলেন,
তার কথাগুলোর মধ্যে সুবুদ্ধিটুকুও নেই।'
৩৬ আচ্ছা, যোবকে শেষ পর্যন্তই পরীক্ষা করা হোক,
কেননা তিনি শঠতাপূর্ণ মানুষেরই মত উত্তর দিয়েছেন।
৩৭ বস্তুত তিনি পাপের সঙ্গে বিদ্রোহও যোগ করছেন,
আমাদের মধ্যে হাততালিও দিচ্ছেন,
আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলছেন।

ঈশ্বর মানুষের ধারণার অতীত

৩৫এলিহু বলে চললেন :

২ আপনি যখন বলেন : 'ঈশ্বরের সামনে আমি ঠিক,'
তখন আপনি কি মনে করেন আপনার তেমন ধারণা ন্যায়সঙ্গত?
৩ আবার বলেছেন : 'তোমার কী লাভ?
আমি পাপ করি বা না করি, তাতে আমার কী উপকার?'
৪ আচ্ছা, আমি আপনাকে উত্তর দেব,
সেইসঙ্গে আপনার বন্ধুদেরও উত্তর দেব।

৫ আকাশমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখুন,

লক্ষ করুন মেঘমালা আপনার চেয়ে কেমন উচ্চ!
৬ আপনি পাপ করলে, তাতে তাঁর কী কোন ক্ষতি হয়?
আপনি অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে, তাতে তাঁর কী কোন অসুবিধা হয়?
৭ আপনি ধার্মিক হলে, তাতে তাঁকে কী দেন?
আরও, আপনার হাত থেকে তিনি কী পান?
৮ আপনার শঠতার ফল আপনার মত মানুষের উপরে পড়ে,
আপনার ধর্মময়তার ফল আদমসন্তানের উপরেই নেমে পড়ে!

৯ অত্যাচারের ভারে মানুষ চিৎকার করে,
ক্ষমতাশালীদের বাহু থেকে মানুষ রক্ষা যাচ্‌না করে।
১০ কিন্তু কেউ বলে না, 'আমার নির্মাতা সেই পরমেশ্বর কোথায়,
যিনি রাতে আনন্দগান মঞ্জুর করেন,
১১ বন্যজন্তুদের চেয়ে আমাদের বেশি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন,
আকাশের পাখিদের চেয়ে আমাদের বেশি বুদ্ধিমান করেন!'
১২ তখন অপকর্মাদের অহঙ্কারের সামনে
মানুষ চিৎকার করে, কিন্তু তিনি উত্তর দেন না।
১৩ বস্তুত ঈশ্বর অসার কথায় কান দেন না,
সেই সর্বশক্তিমান তাতে লক্ষ রাখেন না।
১৪ ফলে তিনি তখনই আপনার এই কথায়ও কান দেবেন না,
যখন আপনি বলেন: 'আমি তাঁকে দেখতে পাই না,
আমার বিচার তাঁর সামনে, আমি তাঁর অপেক্ষায় আছি।'
১৫ এতেও তিনি কান দেবেন না যখন আপনি বলেন,
'তাঁর ক্রোধ কখনও শাস্তি দেয় না,
তিনি শঠতার দিকে তত লক্ষ রাখেন না।'
১৬ তাই যোব যখন মুখ খোলেন, তখন অসার কথা বলেন,
অজ্ঞের মত শুধু শুধু কথা বলেন।

যোবের কষ্টভোগের প্রকৃত অর্থ

৩৬এলিহু বলে চললেন:

২ আপনি আমার প্রতি একটু ধৈর্য রাখুন,
আমি আপনাকে ব্যাপারটা দেখাব,
কারণ পরমেশ্বরের পক্ষে বলার আরও কথা আমার আছে।
৩ আমি দূর থেকে আমার জ্ঞান আনব,
আমার নির্মাতাকে উচিত ধর্মময়তা আরোপ করব।
৪ সত্যি, আমার কথা মিথ্যা নয়,
জ্ঞানে পরিপক্ক এক ব্যক্তি আপনার সামনে উপস্থিত।

৫ এই যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য! তিনি বলবেন না:
'এসব কিছু নিয়ে আমি হাসি;'
তাঁর হৃদয়ের স্থৈর্য্যেই তিনি মহান!

৬ তিনি দুর্জনদের বাঁচিয়ে রাখেন না,
বরং দুঃখীদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন।
৭ তিনি ধার্মিকদের কাছ থেকে চোখ ফেরান না,
বরং রাজাদের সঙ্গে তাদের সিংহাসনে আসন দেন,
চিরকালের মত তাদের উন্নীত করেন।
৮ কিন্তু তারা যদি বেড়িতে আবদ্ধ হয়,
যদি ক্লেশের দড়িতে বাঁধা পড়ে,
৯ তবে তাদের তিনি তাদের কর্ম দেখিয়ে দেন,
তাদের সেই অধর্মও দেখিয়ে দেন, যা নিয়ে তারা গর্ব করে;
১০ তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি তাদের কান খুলে দেন,
তাদের শঠতা থেকে সরে যেতে আজ্ঞা দেন।
১১ তারা যদি কান দেয় ও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে,
তবে সমৃদ্ধিতেই নিজ নিজ দিনগুলি কাটাবে,
সুখেই নিজ নিজ বছরগুলি যাপন করবে।
১২ কিন্তু যদি কান না দেয়, তবে অস্ত্রের আঘাতে মারা পড়বে,
নিজেদের অচেতনতায় প্রাণত্যাগ করবে।
১৩ ভক্তিহীন-হৃদয়েরা ক্রোধ জমায়,
তিনি তাদের বাঁধলে তারা রক্ষা যাচ্‌না করে না;
১৪ তারা যৌবনকালে মারা পড়ে,
সেবাদাসদের মধ্যেই তাদের প্রাণ যায়।
১৫ কিন্তু তিনি দুঃখীকে তার দুঃখ দ্বারাই নিস্তার করেন,
দুর্দশা দ্বারাই তার কান উন্মুক্ত করেন।

১৬ তিনি আপনাকেও সঙ্কটের মুখ থেকে বের করে নিতে চান,
এমন স্থানে আপনাকে আনতে চান, যা সঙ্কীর্ণ নয়, বিস্তীর্ণই এক স্থান,
আর তখন আপনার মেজ চর্বিওয়ালা খাদ্যে সাজানো হবে।
১৭ কিন্তু আপনার মাত্রা যদি দুর্জনেরই যোগ্য বিচারে পূর্ণ হয়,
তবে বিচার ও শাস্তি আপনার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে।
১৮ শাস্তির হুমকি আপনাকে বিদ্রোহ করতে ভ্রান্ত না করুক,
প্রায়শ্চিত্তের ভার আপনাকে পথভ্রষ্ট না করুক।
১৯ আপনি যেন দুঃখ এড়াতে পারেন, আপনার ঐশ্বর্য কি যথেষ্ট হবে?
আপনার শক্তির যত প্রচেষ্টাও কি যথেষ্ট হবে?
২০ সেই রাতের আকাঙ্ক্ষা করবেন না,
যখন জাতিগুলি নিজ নিজ স্থানে চলে যায়।
২১ সাবধান, অধর্মের দিকে ফিরবেন না,
নইলে অত্যাচারের চেয়ে সেই অধর্মেই প্রীত হবেন।

২২ দেখুন, ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমে সর্বোচ্চ,
কেইবা তাঁর মত ভয়ঙ্কর?
২৩ কেবা তাঁর কাজের গতি স্থির করেছে?

কেবা তাঁকে বলতে পেরেছে, তুমি অন্যায় করেছ?
২৪ মনে রাখুন: তাঁর সেই কাজের বন্দনা করা চাই,
নানা গানে অন্য মানুষেরাও যার গুণকীর্তন করেছে।
২৫ প্রতিটি মানুষ সেই কাজের দিকে বিস্ময়ে ভরা চোখে তাকায়,
মর্তমানুষ দূর থেকে তা সন্দর্শন করে।
২৬ দেখুন, ঈশ্বর এমনই মহান যে, তাঁকে জানতে আমরা অক্ষম:
তাঁর বছর-সংখ্যা অগণন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রশংসাগান

২৭ তিনি জলবিন্দু-সকল ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন,
সেগুলির বাষ্প বৃষ্টিরূপে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরান;
২৮ মেঘপুঞ্জ তা ঢেলে দেয়,
তা মানুষের উপরে মুষলধারায় পড়ে।
৩১ এই সমস্ত কিছু দ্বারা তিনি জাতিগুলির বিচার সম্পাদন করেন,
ও প্রচুর খাদ্য যুগিয়ে দেন।
২৯ তাছাড়া, মেঘমালার বিস্তার বা তাঁর আবাসের গর্জনধ্বনি,
তেমন কিছু কেবা বুঝতে পারে?
৩০ দেখুন, তিনি তাঁর চারদিকে আলো ছড়িয়ে দেন,
সমুদ্রের ভিত আবৃত করেন।
৩২ তিনি নিজের হাত বিদ্যুৎ-ঝলকে পূর্ণ করেন,
সেগুলোকে লক্ষ্য ভেদ করার আজ্ঞা দেন।
৩৩ এমন কোলাহল দেয় সেই ঝড়ের আগমনের সংবাদ,
যার প্রতাপ মানুষকে ভয়ে পরিপূর্ণ করে।

৩৭ ১ এজন্যই আমার হৃদয় কেঁপে উঠছে,
বুকে দুপ্ দুপ্ করছে।
২ শোন, শোন, সেই তো তাঁর সুরের প্রচন্ড আওয়াজ,
সেই তো তাঁর মুখ-নিঃসৃত কোলাহল।
৩ তিনি সমস্ত আকাশের নিচে বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ে দেন,
পৃথিবীর চারপ্রান্ত পর্যন্তই তা প্রেরণ করেন।
৪ তারপরে আসে তাঁর কণ্ঠনিনাদ,
নিজ মহত্ত্বের কণ্ঠে তিনি বজ্রনাদ করেন।
যতক্ষণ তাঁর সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়,
ততক্ষণ তিনি কিছুই রোধ করেন না।
৫ ঈশ্বর নিজ কণ্ঠে আশ্চর্যময় ভাবে গর্জন করেন,
এমন মহা মহা কাজ সাধন করেন, যা আমাদের ধারণার অতীত।

৬ কেননা তিনি তুষারকে বলেন, পৃথিবীতে পড়,
বৃষ্টিধারাকে বলেন, মুষলধারায় পড়।
৭ তিনি বন্ধ করেন প্রতিটি মানুষের কাজ,
যেন তাঁর গড়া সকল মানুষ তাঁরই কাজ জ্ঞাত হয়।

৮ তখন যত বন্যজন্তু নিজ নিজ আশ্রয়স্থানে চলে যায়,
নিজ নিজ আস্তানায় শুয়ে থাকে।
৯ দক্ষিণ থেকে ঝড়ের আগমন,
উত্তর থেকে শীতের আবির্ভাব।
১০ ঈশ্বরের ফুৎকারে বরফ জন্মায়,
জলাশয়ও জমাট হয়ে যায়।
১১ তিনি ঘন মেঘ জলে ভরেন,
মেঘের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-ঝলক ছড়ান।
১২ তাঁর পরিচালনায় সেগুলো ঘোরে,
যেন বিশ্বের বুকে তাঁর আজ্ঞামত কাজ করে।
১৩ তিনি কখনও দণ্ডের, কখনও তাঁর দেশের জন্য,
কখনও বা কৃপার খাতিরেই এইসব কিছু প্রেরণ করেন।

১৪ যোব, আপনি এতে কান দিন, একটু দাঁড়ান,
ঈশ্বরের আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা বিবেচনা করুন।
১৫ আপনি কি জানেন, তিনি কেমন করে এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন,
ও তাঁর মেঘ কেমন করে বিদ্যুৎ-ঝলক ছড়ায়?
১৬ আপনি কি জানেন, মেঘমালা কেমন করে বাতাসে ভেসে বেড়ায়?
এ এমন অপরূপ কাজ, যা সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয়।
১৭ যখন দক্ষিণা বাতাসে পৃথিবী স্তব্ধ হয়,
তখন আপনি, যার নিজের পোশাক উষ্ণ হয়,
১৮ আপনিও কি তাঁর সঙ্গে পিটিয়ে পিটিয়ে বিস্তৃত করেন সেই আকাশমণ্ডল
যা ছাঁচে ঢালাই করা আয়নার মত দৃঢ়?
১৯ আমাদের জানান, তাঁকে কী বলব?
বরং আর তর্ক নয়, যেহেতু অন্ধকারে রয়েছি!
২০ তাঁকে কি বলা যাবে: ‘আমিই কথা বলব?’
কেউ কি ইচ্ছা করবে, সে কবলিত হবে?
২১ আচ্ছা, এমন সময় আছে, যখন আলো মিলিয়ে যায়,
অন্ধকারময় মেঘের পিছনেই মিলিয়ে যায়,
পরে বাতাস এসে সেই মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়।
২২ উত্তর থেকে সোনালী প্রভার আবির্ভাব,
পরমেশ্বরের ঊর্ধ্বে ভয়ঙ্কর বিভার উদ্ভব।
২৩ সেই সর্বশক্তিমান আমাদের নাগালের অতীত,
তিনি পরাক্রমে মহান;
তাঁর ন্যায়বিচার ও মহা ধর্মময়তা গুণে তিনি অত্যাচার করেন না।
২৪ এজন্য মানুষ তাঁকে ভয় করে,
কারণ যে কেউ নিজেকে প্রজ্ঞাবান মনে করে,
তাদের দিকে তিনি আদৌ তাকান না।

ঈশ্বরের প্রথম বাণী—স্রষ্টার প্রজ্ঞা স্বীকার্য

৩৮প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিয়ে বললেন,

২ এ কে, যে জ্ঞানশূন্য কথা দিয়ে
আমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করছে?
৩ বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
৪ যখন আমি পৃথিবীর ভিত স্থাপন করছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?
তোমার যখন এত বুদ্ধি, তখন বল দেখি!
৫ তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাপ স্থির করল?
কিংবা, কে তার উপরে মাপকাঠি ধরল?
৬ তার স্তম্ভগুলো কিসের উপরে ভর করে আছে?
কিংবা, কে তার সংযোগপ্রস্তর বসাল?
৭ সেসময়ে প্রভাতী তারানক্ষত্র মিলে আনন্দধ্বনি তুলছিল,
ঈশ্বরসন্তানেরা মিলে জয়ধ্বনি করছিলেন।

৮ সমুদ্র যখন মাতৃগর্ভ ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল,
কে কবাটের পিছনে তাকে বন্দি করে রাখল?
৯ সেসময়ে আমিই মেঘমালার কাপড় দিয়ে তাকে ঘিরে রাখলাম,
ঘন তমসার কাঁথা দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলাম।
১০ তারপর আমি তার এলাকা স্থির করলাম,
অর্গল ও কবাট দিয়ে আটকে রাখলাম।
১১ বললাম, তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়;
এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে।

১২ তোমার জন্মকাল থেকে তুমি কি প্রভাতকে কখনও আজ্ঞা দিয়েছ?
উষার উদয়-স্থান কি কখনও নির্ধারণ করেছ,
১৩ তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্ত ধ'রে
মর্ত থেকে দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলে?
১৪ তখন পৃথিবী কাদামাটি-সীলমোহরের মত হয়ে ওঠে,
আর সবকিছু পর্বীয় পোশাকের মত প্রকাশ পায়।
১৫ তখন দুর্জনেরা আলো-বঞ্চিত হয়,
আঘাত করতে উদ্যত বাহু চূর্ণ হয়।
১৬ তুমি সমুদ্রের উৎসধারায় কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
অতল গহ্বরের নিচে কি কখনও চলাচল করেছ?
১৭ তোমার কাছে কি মৃত্যুলোকের দ্বার দেখানো হয়েছে?
মৃত্যু-ছায়ার দ্বারও কি কখনও দেখেছ?
১৮ তোমার কি কোন ধারণা আছে, কতখানি পৃথিবীর বিস্তার?
তুমি যখন এসব কিছু জান, তখন বল দেখি!
১৯ কোন্ পথ ধরে আলোর আবাসে যাওয়া যায়?
কোথায়ই বা অন্ধকারের বাসস্থান?

২০ তবে তুমি তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে,
কিংবা কমপক্ষে তাদের বাড়ির পথ দেখাতে পারবে!
২১ তুমি তা জান বৈ কি, সেসময়ে তো তোমার জন্ম হয়েছিল!
তুমি তো বহু বহু দিনের মানুষ!

২২ তুমি কি হিম-ভাণ্ডারে কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
শিলাবৃষ্টির ভাণ্ডারও কি কখনও দেখেছ?
২৩ তা আমি সঙ্কটকালের জন্যই রাখছি,
যুদ্ধ-সংগ্রামের দিনের জন্যই তা রাখছি।
২৪ কোন্ দিক দিয়ে আলো বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ও পুব-বাতাস পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত হয়?
২৫ কে বৃষ্টিধারা পতনের জন্য খাত কেটেছে?
কে বজ্র-বিদ্যুতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে,
২৬ যেন জনবিহীন দেশেও বৃষ্টি পড়ে,
জনশূন্য প্রান্তরেও বর্ষা হয়?

২৭ তবে মরুভূমিও পিপাসা মেটায়,
তাতে মরুপ্রান্তরেও নতুন ঘাস গজে ওঠে।
২৮ বৃষ্টির কি কোন জনক আছে?
শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে?
২৯ বরফ কার্ গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে?
আকাশের নীহারকে কে জন্ম দিয়েছে?
৩০ জল পাথরের মত জমে যায়,
অতল গহ্বরের মুখ শক্ত হয়ে যায়।

৩১ তুমি কি সেই সুন্দর কৃত্তিকা বাঁধতে পার?
মৃগশীর্ষের বন্ধন কি খুলতে পার?
৩২ তুমি কি ঠিক সময়ে প্রভাতী তারার উদয় ঘটাতে পার?
স্বাতি ও তার সন্তানদের চালাতে পার?
৩৩ তুমি কি আকাশমণ্ডলের বিধিবিধান জান?
পৃথিবীতে তার নিয়ম-কানুন বহাল করতে পার?
৩৪ তুমি কি মেঘ পর্যন্ত কণ্ঠস্বর তুলতে পার,
যেন বহুজল তোমাকে আচ্ছাদিত করে?
৩৫ তুমি কি বিদ্যুৎ-ঝলক ছুড়ে ছুড়ে মারলে সেগুলো কি চলে যাবে?
তোমাকে কি বলবে: এই যে আমরা?
৩৬ কে সারসকে দিয়েছে প্রজ্ঞা,
মোরগকে দিয়েছে সদ্বিবেচনা?
৩৭ কে প্রজ্ঞাবলে মেঘের সংখ্যা গুনতে পারে?
কে আকাশের কুপোগুলো উল্টাতে পারে,
৩৮ যেন ধুলা গলে গিয়ে এক পিণ্ড হয়
ও মাটি জমাট বাঁধে?

৩৯ তুমিই কি সিংহীর জন্য শিকার খোঁজ করতে যাও?
সিংহশিশুদের ক্ষুধা মিটিয়ে দাও,
৪০ যখন সেগুলো আস্তানায় শুয়ে থাকে,
বা ঝোপে ওত পেতে থাকে?
৪১ কে দাঁড়কাকের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দেয়,
যখন তার শিশুরা ঈশ্বরের কাছে ডাকে,
ও খাদ্যের অভাবে ঘুরে বেড়ায়?

৩৯ তুমি কি পাহাড়িয়া ছাগীদের প্রসবকাল জান?
হরিণী প্রসব করলে তুমি কি সেখানে বসে তাকিয়ে থাক?
২ তারা কত মাস ধরে গর্ভবতী, তুমিই কি তা কখনও গণনা করেছ?
তুমি কি জান তাদের প্রসবকাল?
৩ তারা হেঁট হয়, প্রসব করে,
অমনি যন্ত্রণা ঝেড়ে ফেলে।
৪ তাদের শিশুরা বলবান হয়, তারা মাঠে বড় হয়,
তারা রওনা হয় আর ফেরে না।

৫ কে বন্য গাধাকে স্বাধীন করে ছাড়ে?
কে বন্য খচ্চরের বন্ধন খুলে দেয়?
৬ আমি মরুভূমিকে তার গৃহ করেছি,
লবণভূমিকে তার বাসস্থান করেছি।
৭ সে শহরের কোলাহলকে পরিহাস করে,
কোন চালকের ডাক মানে না।
৮ পাহাড়পর্বত তার চারণভূমি,
সে যত নতুন ঘাসের খোঁজে বেড়ায়।

৯ বন্য মহিষ কি তোমার সেবা করতে রাজি হবে?
সে কি তোমার জাবপাত্রের কাছে রাত কাটাবে?
১০ তুমি হাল চাষের জন্য কি বন্য মহিষকে বাঁধতে পার?
সে কি তোমার পিছু পিছু উপত্যকায় মই দেবে?
১১ তার বল মহৎ বিধায় তুমি কি তার উপর আস্থা রাখবে?
তোমার কাজ কি তার হাতে তুলে দেবে?
১২ তুমি কি তার উপরে এমন নির্ভর করবে যে,
সে ফিরে এসে তোমার শস্য খামারে জড় করবে?

১৩ উটপাখি উল্লাস করে ডানা দোলায়,
কিন্তু সারসের সঙ্গে তার পাখা ও পালকের তুলনা হয় না।
১৪ সে তো মাটিতে নিজ ডিম ফেলে রাখে,
ধুলায়ই তা উষ্ণ হতে দেয়।
১৫ তার মনে থাকে না যে, হয় তো তা পায়ে চূর্ণ হতে পারে,
কিংবা বন্যজন্তু তা মাড়িয়ে দিতে পারে।
১৬ সে তার শিশুদের প্রতি যেন পরের শিশুদেরই প্রতি নির্দয় হয়,

প্রসব-যন্ত্রণা বিফল হলেও নিশ্চিন্ত থাকে,
১৭ কেননা পরমেশ্বর তাকে জ্ঞানহীন করেছেন,
তাকে সদ্বিবেচনার একটুও অংশ দেননি।
১৮ অথচ সে যখন পাখা বাড়িয়ে দৌড়োয়,
তখন অশ্ব-অশ্বারোহীকে পরিহাস করে।

১৯ তুমিই কি ঘোড়াকে বল দিয়েছ?
তার ঘাড়ে কেশব দিয়েছ?
২০ তাকে তুমিই কি পঙ্গপালের মত লাফালাফি করাও?
তার নাসারবের তেজ ভয়ঙ্কর!
২১ সে উপত্যকায় ক্ষুর ঘষে, নিজের বলে উৎফুল্ল হয়,
অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে যায়।
২২ সে আশঙ্কাকে পরিহাস করে, কিছুতেই উদ্বিগ্ন হয় না,
খড়্গের সামনে থেকে ফেরে না।
২৩ তূণ তার উপরে শব্দ করে,
ধারালো বর্শা ও তীর শব্দ করে।
২৪ সে উগ্রতায় উত্তেজনায় ভূমি খেয়ে ফেলে,
তুরিনিনাদ শুনলে তাকে আর সামলানো যায় না।
২৫ তুরির প্রথম সুরে সে হ্রেষা শব্দ করে,
দূর থেকে সংগ্রামের গন্ধ পায়,
সেনাপতিদের হুঙ্কার ও রণধ্বনি শোনে।

২৬ তোমারই বুদ্ধিতে কি বাজপাখি ওড়ে,
ও দক্ষিণদিকে তার পাখা মেলে যায়?
২৭ তোমারই আদেশে কি ঈগল ঊর্ধ্বে ওঠে,
ও উচ্চস্থানে বাসা বাঁধে?
২৮ সে শৈলের মধ্যে বসতি করে, সেইখানে রাত কাটায়,
সেই শৈলের চূড়ায় ও সর্বোচ্চ স্থানে থাকে।
২৯ সেখান থেকে সে শিকার অবলোকন করে,
তার চোখ দূর থেকে তা লক্ষ করে।
৩০ তার শিশুরাও রক্ত চোষে,
যেখানে একটা শব, সেখানে সেও থাকে।

৪০ প্রভু যোবকে আরও বললেন,

২ প্রতিবাদী কি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করবে?
ঈশ্বরের অভিযোক্তা তবে উত্তর দিক!

৩ তখন যোব প্রভুকে উদ্দেশ করে বললেন,

৪ দেখ, আমি ছোট্ট; তোমাকে কী উত্তর দেব?
আমি নিজ মুখে হাত দিলাম!
৫ আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না;
দু'বার কথা বলেছি, আর বলব না।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় বাণী—মানুষ, তুমি কী জান?

৬ তখন প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিলেন। বললেন:

৭ বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
৮ তুমি কি সত্যিই আমার বিচার মুছে দেবে?
নিজেকে নির্দোষী করার জন্য কি আমাকে দোষী করবে?
৯ তোমার বাহুতে কী ঈশ্বরের শক্তি আছে?
তুমিও কি তাঁর মত বজ্রনাদ তুলতে পার?
১০ আচ্ছা, মহিমা ও মহত্ত্বে ভূষিত হও,
প্রভা ও গৌরবে পরিবৃত হও;
১১ তোমার ক্রোধের হুঙ্কার ছড়িয়ে দাও,
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নামিয়ে দাও;
১২ প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নত কর,
দুর্জনেরা যেইখানে থাকুক না কেন তাদের মাড়িয়ে দাও;
১৩ তাদের মিলিত করে সকলকেই ধুলায় আচ্ছন্ন কর,
অন্ধকারে তাদের মুখ আটকে দাও;
১৪ তখন আমিই প্রথম তোমাকে সম্মান দেখাব,
তুমি যে তোমার ডান হাতে বিজয়ী হলে!

১৫ জলহস্তীকে দেখ: আমি তোমার সঙ্গে তাকেও গড়েছি;
সে বলদের মত তৃণভোজী।
১৬ দেখ, কটিদেশে তার কেমন বল,
উদরের পেশিতে তার কেমন তেজ।
১৭ সে এরসগাছের মত লেজ উচ্চ করে,
তার উরুত দু'টোর শিরাগুলো শক্ত করে জোড়া।
১৮ তার হাড়গুলো ব্রঞ্জের নলের মত,
তার পাঁজর লোহার অর্গলের মত।
১৯ ঈশ্বরের কাজের মধ্যে সে-ই প্রথম গড়া,
তার নির্মাতা খড়্গ দ্বারা তাকে ধমক দিলেন।
২০ পাহাড়পর্বত তার খাদ্য যোগায়,
সমস্ত বন্যজন্তুও সেখানে লীলা করে।
২১ সে শুয়ে থাকে পদ্মবনে,
নলবনের অন্তরালে, জলাভূমিতে।
২২ পদ্মগাছ নিজের ছায়ায় তাকে ছায়া দেয়,
খরস্রোতের ঝাউগাছ তাকে ঘিরে থাকে।
২৩ নদী হঠাৎ উথলে উঠুক, সে ভয় পায় না,
যর্দন ছেপে তার মুখে এসে পড়লেও সে থাকে সুস্থির।
২৪ কে তাকে চোখ ধরে টানতে পারে?
ফাঁদ ফেলে কে তার নাক ফুঁড়তে পারে?

২৫ তুমি কি বড়শিতে লেভিয়াথানকে তুলতে পার?
হাতসুতে তার জিহ্বা বাঁধতে পার?
২৬ নলকাঠি দিয়ে তার নাক কি ফুঁড়তে পার?
বড়শি দিয়ে তার হনু কি বিঁধতে পার?
২৭ সে কি তোমার কাছে বহু মিনতি করবে,
বা তোমাকে কোমল কথা শোনাবে?
২৮ সে কি তোমার সঙ্গে চুক্তি স্থির করবে,
তুমি যেন তাকে তোমার চিরদাস বলে গ্রহণ কর?
২৯ পাখির সঙ্গে যেমন খেলা কর, তেমনি কি তার সঙ্গে খেলা করবে?
তোমার যুবতীদের জন্য কি তাকে বেঁধে রাখবে?
৩০ জেলের দল কি তাকে বিক্রির জন্য বাজারে ওঠাবে?
বণিকেরা কি নিজেদের মধ্যে তাকে ভাগ ভাগ করে নেবে?
৩১ তুমি কি তার চামড়া লৌহ ফলায়
বা তার মাথা জেলের কোঁচে বিঁধতে পার?
৩২ তুমি শুধু তার উপরে তোমার হাত বাড়াও,
এবং তেমন লড়াইয়ের স্মরণে আর কখনও তা করতে চেষ্টা করবে না!

৪১ ১ দেখ, তাকে বশীভূত করার প্রত্যাশা মিথ্যা;
তাকে দেখামাত্র মানুষ লুটিয়ে পড়ে।
২ তাকে উত্তেজিত করবে এমন সাহসী কেউই নেই;
তবে আমার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?
৩ কে আমাকে অগ্রিম কিছু দিয়েছে যে, আমি তাকে প্রতিদান দিতে বাধ্য?
সমস্ত আকাশের নিচে সবই আমার!
৪ আমি তার নানা অঙ্গ সম্বন্ধে নীরব থাকব না:
তার বল ও শরীরের সুগঠনের বিষয়েও নীরব থাকব না।
৫ তার বাইরের পোশাক কে খুলে দিয়েছে?
কে যেতে পেরেছে তার দ্বিগুণ বর্মার মধ্যে?
৬ তার মুখের কবাট কে খুলতে পেরেছে?
তার দাঁতের চারদিকে সন্ত্রাস!
৭ তার পিঠ ফলকশ্রেণী-মন্ডিত,
একটা আর একটার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ;
৮ সেগুলো একে অপরের সঙ্গে এমন সংলগ্ন যে,
তার অন্তরালে বাতাসও প্রবেশ করতে অক্ষম।
৯ সেগুলো পরস্পর সংযুক্ত,
সেগুলো একত্রে সংলগ্ন, কিছুতেই ভিন্ন হয় না।

১০ তার হাঁচিতে আলো ছড়িয়ে পড়ে,
তার চোখ উষার চোখের পাতার মত।
১১ তার মুখ থেকে জ্বলন্ত মশাল নির্গত হয়,
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়।

১২ তার নাসারন্ধ্র থেকে,
যেন আগুনের উপরে ফুটন্ত জলের হাঁড়ি থেকেই ধোঁয়া নির্গত হয়।
১৩ তার শ্বাসে অঙ্গার জ্বলে ওঠে,
তার মুখ থেকে বের হয় আগুনের শিখা।
১৪ ঘাড়েই রয়েছে তার বল,
তার আগে আগে সন্ত্রাসই দৌড়ে চলে।
১৫ তার মাংসের পাট পরস্পর সংযুক্ত,
তা তার উপরে দৃঢ়বদ্ধ, সরতে পারে না।
১৬ তার হৃৎপিন্ড পাথরের মত কঠিন,
জাঁতার নিচের পাটের মতই শক্ত।
১৭ সে উঠে দাঁড়ালে শক্তিশালীরাও উদ্বিগ্ন হয়,
সন্ত্রাসিত হয়ে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।
১৮ তার নাগাল পায় যে খড়্গ, তা নিষ্ফল ;
বর্শা, তীর ও বল্লমও বিফল।
১৯ তার কাছে লোহা খড়কুটোর মত,
ব্রঞ্জ পচা কাঠের মত।
২০ তীর তাকে তাড়াতে পারে না,
তার কাছে ফিঙের পাথর তুষের মত।
২১ গদা তার কাছে ঘাসের মত,
বর্শার শব্দে সে হাসে।
২২ তার তলদেশ ধারালো পাথরকুচির মত,
সে কাদার উপর দিয়ে কাঁটার মইয়ের মত চলে।
২৩ সে অতল জলকে হাঁড়িতে জলের মত ফোটায়,
সমুদ্রকেও মলমের পাত্রের মত।
২৪ পিছনে সে চক্‌মক্‌ পথ ছাড়ে,
অতল গহ্বর পাকাচুলের মত দেখায়।
২৫ পৃথিবীতে তার তুলনায় কিছুই নেই,
নির্ভীক হবার জন্যই তাকে গড়া হয়েছে।
২৬ সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যত দাম্ভিক প্রাণীর উপর,
যত গর্বোদ্ধত জন্তুর মধ্যে সে-ই রাজা।

যোবের শেষ উত্তর

৪২তখন যোব প্রভুকে উত্তর দিয়ে বললেন :

২ আমি বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে সবই সাধ্য,
তোমার কোন সঙ্কল্প বৃথা যেতে পারে না।
৩ সে-ই কে, যে জ্ঞানবিহীন হয়ে তোমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করতে পারে?
সত্যি, আমি যা বুঝি না, তেমন কথাই আমি বলেছি,
এমন কথা, যা আমার পক্ষে দুরূহ, আমার বোধের অতীত।
৪ আমি নাকি বলছিলাম, ‘দোহাই তোমার, শোন, আর আমি কথা বলব ;

আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।'
৫ আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম;
এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে;
৬ এজন্য ধুলা ও ছাই অবজ্ঞা করলেও
আমি এখন সান্ত্বনা পাই।

উপসংহার—যোবের বন্ধুরা বিচারিত

৭ যোবকে এই সমস্ত কথা বলার পর প্রভু তেমান-নিবাসী এলিফাজকে বললেন, 'তোমার ও
তোমার দুই বন্ধুর উপর আমার আক্রোশ জ্বলে উঠেছে, কারণ আমার দাস যোব আমার বিষয়ে
যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি। ৮ সুতরাং তোমরা সাতটা বাছুর ও সাতটা
ভেড়া নিয়ে আমার দাস যোবের কাছে গিয়ে তোমাদের কল্যাণে আহুতি দাও; আর আমার দাস
যোব তোমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে, যেন তার খাতিরে আমি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি
না দিই; কেননা আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা
বলনি।'
৯ তখন তেমান-নিবাসী এলিফাজ, সুয়া-নিবাসী বিল্‌দাদ ও নায়ামাথ-নিবাসী জোফার গিয়ে প্রভুর
কথামত কাজ করলেন; এবং প্রভু যোবের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন।

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত যোব

১০ যোব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করার পর প্রভু তাঁকে তাঁর আগের অবস্থায়
পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন; এমনকি প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন।
১১ তাঁর সকল ভাই, বোন, আর আগেকার পরিচিতজনেরা সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল;
তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তারা তাঁকে সহানুভূতি দেখাল, এবং প্রভু তাঁর উপর যত অমঙ্গল
এনেছিলেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিল; তারা এক একজন তাঁকে একটা করে রুপোর মুদ্রা ও
একটা করে সোনার আঙটি উপহার দিল।
১২ প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন, ফলে যোব
চৌদ্দ হাজার মেষ, ছ'হাজার উট, এক হাজার জোড়া বলদ ও এক হাজার গাধীর মালিক হলেন। ১৩
তাঁর ঘরে আরও সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হল। ১৪ তিনি বড় মেয়ের নাম ঘুঘু, দ্বিতীয়জনের
নাম দারুচিনি, ও তৃতীয়জনের নাম কাজল রাখলেন। ১৫ যোবের মেয়েদের মত সুন্দরী তরুণী সমস্ত
দেশে মিলল না; তাদের পিতা তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকারিণী করলেন।
১৬ এই সমস্ত কিছুর পর যোব আরও একশ' চল্লিশ বছর বেঁচে থেকে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত তাঁর
পুত্রপৌত্রদের দেখতে পান। ১৭ শেষে, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে যোবের মৃত্যু হয়।